বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা।

প্রহসন।

(যোড়াসাঁকো নববঙ্গ নাট্যশালা
হইতে প্রকাশিত।)

"সজ্জনাঃ গুণমিচ্ছন্তি মধুমিচ্ছন্তি ষট্পদাঃ
মক্ষিকাঃ ব্রণমিচ্ছন্তি দোষমিচ্ছন্তি পামরাঃ"

কলিকাতা।

বেন্টিঙ্ক ষ্ট্রীট, ৮০ নং কলিকাতা প্রেসে
শ্রীমহেন্দ্রনাথ ঘোষাল দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১২৮০ সাল।

প্রহসনোক্ত ব্যক্তিগণ।

পুরুষ।

রাজীব গঙ্গোপাধ্যায়।	……..	মণিরামপুরের জমীদার
রামকান্ত চট্টোপাধ্যায়	……	রাজীব বাবুর প্রতিবাসী
শ্যামাপদ প্রিয়নাথ	… … … ..	গ্রাম্য যুবকদ্বয়।
রঘুনাথ বিশ্বাস	.. .. …	পুলিস দারোগা
গোকুলচন্দ্র	.. .. …	জনৈক বিদেশী
		ভৃত্য কন্‌ষ্টেবল্, ইত্যাদী।

স্ত্রীগণ।

হেমাঙ্গিণী	…………	রাজীবের তৃতীয় পক্ষের সংসার
ফুলমণি	…………	হেমাঙ্গিণীর দাসী

বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা।
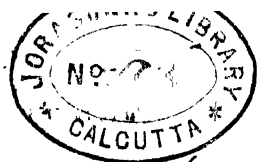
প্রহসন।

প্রথমাঙ্ক।

রাজীব বাবুর দরদালান।

রাজীব বাবু ও রামকান্ত আসীন।

রাম। (ধুম পান করিতে করিতে) ওহে ভায়া বুঝ্লে কি না; "সর্ব্বমত্যন্তং গর্হিতং" অতোটা কিছু নয়।

রাজী। (স্বগতঃ) তা বড় মিছে নয়, কিন্তু করি কি? (প্রকাশে) ওহে রামকান্ত বলোকি? স্ত্রীরত্ন! তাকে কি অনাদর করা যায়? কথায় বলে "স্ত্রীরত্নং মহাধনং," স্ত্রী মাথার শিরোমণি; পরম পূজ্য দেবতা, অতবড় সামগ্রী কি আর জগতে আছে? ধন্ সোনা ওর কাছে কোন্ ছার?

রাম। যদি মাথার শিরোমণি তবে দিন্‌রাত মাথায় ধোরে বোসে থাক না কেন?

রাজী। হ্যা! হ্যা! হ্যা! চাটুয্যে তুমি রহস্য করো আর যাই করো, ভায়া, ও শ্রীচরণের ছুঁচো সব্ বেটাই;

এই বেটা বোলেই বোল্লেম্ অধিক আর বল্বো কি ?

রাম। তোমার মতন যারা তাদেরই ঐ দশা।

রাজী। কেন কেন, চাটুয্যে ও কথাটা বোল্লে কেন ? আমার কি দোষ দেখ্লে ভাই ? তুমি কি তোমার মাগ্কে ভালবাস না ?

রাম। স্ত্রীকে ভাল কেনা বাসে ? তবে অতিবাদ্ কিছুই নয়, স্ত্রী ওট্ বল্লে ওটা, আর বোস্ বল্লে বসা, সে অতি কাপুরুষের কায।

রাজী। বটে ! ভালবাসার কথা যদি বল্লে, তবে আমার মতে খুবই ভাল বাস্বে। স্ত্রীকে প্রাণের সহিত, (শ্রীবিষ্ণু) প্রাণের অপেক্ষাও ভাল বাস্বে। বল কি চাটুয্যে স্ত্রী পদার্থ খানা কি ? স্বয়ং শক্তি, তাতে আবার দেহের অর্দ্ধাংশ-ভাগিনী, যে স্ত্রীর অবাধ্য হয় তার উচিত দেহের অর্দ্ধাংশ কেটে ফেলে দেওয়া। ভাল চাটুয্যে তুমি এত প্রবীণ হোলে স্ত্রী কি বস্তু, তা আজও চিন্তে পাল্লে না হে ?

রাম। (নিশ্বাস ছাড়িয়া) "বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা" তোমায় আর বোঝাব কি ? বুড়ো হোয়ে তোমার বুদ্ধি শুদ্ধি ক্রমে লোপ্ পেয়ে আস্চে।

রাজী। আমার বুদ্ধির কিছুমাত্র তঞ্চক হয় নি, এতটা বয়েস হয়েছে তবু আমার জ্ঞান টন্টনে। ওহে ভা

আমরা যা করি তা ভেবে চিন্তেই করি, তাতে কার দন্তস্ফুট করবার যো নাই। আর বয়েস হোলেই যে বুদ্ধির ব্যতিক্রম হবে তার মানে নাই। যত বয়েস হয় ততই বুদ্ধির জমাট বাঁধে, আর তাই যদি হবে, তা হোলে তুমিত আমার চেয়ে দুবছ্‌রের বড়, সুতরাং আগে তোমার মতিচ্ছন্ন না হোলে আমার আর হচ্চেনা।

রাম। ভায়া যুক্তি শাস্ত্রে তোমার তো খুব অধিকার দেখ্‌চি?

রাজী। হ্যা! হ্যা! চাটুয্যে সে কথা যদি বল তবে তোমায় আর বল্‌তে কি? এই ছেলে বেলা নাগাত্‌ পণ্ডিত মণ্ডলীর সঙ্গে ক্রমাগত শাস্ত্রালাপ্‌ কচ্চি। আর পূর্ব্বে তর্কপঞ্চাননের টোলে এক বৎসর ন্যায়শাস্ত্র পোড়ে ছিলেম। তিনি আমায় যথেষ্ঠ ভালাবাস্‌তেন. এখনও বাসেন। আমি তাঁকে কিছু কিছু বার্ষিক দিয়ে থাকি।

রাম। ভায়া তোমার সব ভাল, কিন্তু এবয়েসে বিবাহ কোরে কায্‌টা বড় ভাল করোনি। তুমিতো কার কথা শুনলেনা! না শুনে তোমাকে অনেক দুঃখ ভুগ্‌তে হোচ্চে। এখন উল্লাসে কিছু টের পাচ্চোনা।

রাজী। তোমায় বোঝান দুষ্কর, আমি পূর্ব্বাপর বোলে আস্‌চি যে প্রনিধান না কোরে একাজে কখন

প্রবৃত্ত হইনি। ভায়া দেখ আমার পুত্র সন্তান নাই। যার পুত্র নাই তাকে অন্তে নিরয় গামী হতে হয়, কথায় বলে, "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা পুত্র পিণ্ড প্রয়োজন" জান্‌লে কি না ?

রাম। ওহে গাঙ্গুলি তোমার কিসের অভাব, তোমার পৌত্র, দৌহিত্র সকলই বর্ত্তমান। আর কি পুত্র সন্তান ? বিধাতা রাখলেন্ না তা কি কোর্‌বে ? তা বোলে এ বয়েসে বিবাহ করা, নালা কেটে জল আনা, অধর্ম্মের ভোগ্, কথায় বলে "বিবাহ তৃতীয় পক্ষে, সে কেবল পিত্তিরক্ষে"।

রাজী। আমার সকলি আছে সত্য, কিন্তু ভাই বল্‌তে কি, এরা অসময়ের কেউ নয়। ভায়া যখন আমার অসময় হবে তখন আমার সেবা করে কে ? শরীর ব্যাধিগ্রস্থ হলে, স্ত্রীর দুটো কথা শুনলে যতটা সুস্থ বোধ হয়, লোকে কাযে তার চতুর্গুণ কোল্লে কিছুমাত্র হয় না। তুমি বল্‌চো এবয়েসে বিবাহ করা অধর্ম্মের ভোগ। কেন আমি কি অশাস্ত্রীয় আচরণে প্রবৃত্ত হয়ে ছিলেম ? ভায়া তা মনেও কোরোনা; মনু কি বল্‌চেন্ তা জান।

"সবর্ণাগ্রে দ্বিজাতিনাং প্রশস্ত দ্বার কর্ম্মণি।
যথাকামপ্রবৃত্তানাং ইমেস্যুঃ এমশো বরাঃ ॥"

ওহে ভায়া, ব্রাহ্মণের যদি রতি ইচ্ছা হয় তা হলে ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা, শুদ্রা প্রভৃতি যাকে তাকে বিয়ে কত্তে পারে, ব্রাহ্মণীর তো কথাই নাই। আর দেখ বিবাহ হচ্চে তিন প্রকার, নিত্য, নৈমিত্তিক আর কাম্য। আমার হচ্চে নৈমিত্তিক বিবাহ, কারণ আমি পুত্রের নিমিত্ত বিবাহ করচি। দ্বিতীয়তঃ আমি হচ্চি কুলীনের ছেলে, কাম্য বিবাহ আমারই তরে, আমি যটা ইচ্ছে তটা বিয়ে কোত্তে পারি, এখনও মনে কোল্লে দশটা বিয়ে কোত্তে পারি তাতে কিছুমাত্র অধর্ম্ম নেই।

রাম। (স্বগতঃ) এখন একটাই সামলাও (প্রকাশে) বটে; যটা ইচ্ছে তটা পার এমত কে দিলে?

রাজী। যটা ইচ্ছে তটা পারি! এমত সকলেই দিয়েছেন, আর দেবেনও বোধ করি, কেবল বিদ্যাসাগরই আমার বিপক্ষে! আহা! বিদ্যাসাগর তো বিদ্যেরসাগর বল্লেই হোল। বেটার কি বিদ্যা গো? রাজ্যের রাঁড়ী ভুঁড়ীর বিয়ে দিয়ে ফেল্‌লে। জাত্ কুল্ সব খেলে, সতীত্ব ধর্ম্মটাকে একেবারে জলে ভাসিয়ে দিলে। যাহোক্ বেটা, বহু বিবাহ বাদ পুস্তক খানা লিখে খুব জব্দ হয়েছে, তর্ক-বাচস্পতির কাছে খুব্ গাল্ খেয়েছে। বেটার যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল্।

রাম। তর্কবাচস্পতির নাম করোনা, ওঁর মতের স্থিরতা নাই। ব্যাপকতা কর্‌তে খুব্ পারেন।

রাজী। ওহে চাটুয্যে তুমি তর্কবাচস্পতির নিন্দা করোনা, তুমি তাঁকে ভালরূপ জাননা, তর্কবাচস্পতি একজন অদ্বিতীয় বৈয়াকরণ।

রাম। ভাল, অদ্বিতীয় বৈয়াকরণ হোলেনই বা, তা তিনি ধর্ম্ম শাস্ত্রের ধার ধারেন কি?

রাজী। চাটুয্যে তুমি অমন কথা মুখে এননা, যার ব্যাকরণ শাস্ত্রে দখল আছে তাঁর সকল শাস্ত্রেই অধিকার আছে।

রাম। বলো কি? আমি তা জান্‌তেম্ না, তবে তো নিন্দা করা ভাল হয়নি।

রাজী। তার সন্দেহ কি? অতি গর্হিত কার্য্যই হয়েছে, গুরু নিন্দা অধোগতি তা জান?

রাম। তাজানি; আচ্ছা বাচস্পতি মহাশয় (শ্রীবিষ্ণু) বৈয়াকরণ মহাশয় তেমোর বিবাহের মত্ দিয়েছিলেন কি?

রাজী। দিয়েছিলেন বৈকি? আর তিনি না দিলে ও মনু আমার পক্ষে আছেন। মনুর কাছে কারো ট্যাঁ টো করবার যো নাই। তুমি মনু পড়েছ?

রাম। কৈ না ভাই।

রাজী। তুমি মনু খানা এক বার পোড়ো; তাতে ঢের

ভাল ভাল কথা লেখা আছে, রামায়ণ, মহাভারত সকলই মনু ভাঙ্গা, 'যেমন কানু ছাড়া গীত নাই' তেমনি মনু ছাড়া কোন কথাই নাই।

রাম। তা যাই হোক্ ভাই মনুই স্বপক্ষ হোন্ আর বাচস্পতিই মত্ দিন্। এত বয়েসে বিবাহ করা অধর্ম্মের ভোগ বল্‌তেই হবে। তোমাকে ঢের ভুগ্‌তে হবে আর ভুগ্‌চোও।

রাজী। সে কেমন সে কেমন চাটুয্যে, ভুগচি কি বল?

রাম। (স্বগতঃ) একথাটা কেমন কোরেই বা বলি, (প্রকাশে) বলোকি ভায়া? এ বয়েসে পাকা চুলে কলপ্ দেওয়া, কালাপেড়ে ধুতি পরা, চুল পেন্‌চুট্ করা, গোঁপে তা দেওয়া, নিধুর টপ্পা অভ্যাস করা, একি কম্ কর্ম্মভোগ? ব্রাহ্মণের ছেলে, ত্রিসন্ধ্যা কোরবে, পূজা কোর্‌বে, আহ্নিক কো-র্‌বে, তপ্ কোর্‌বে, এইতো তোমার কায্। এখন সে সব ঘুঁচে গিয়ে মাগ সর্ব্বস্ব হোলে কি চলে? আরো দেখ তুমি——

রাজী। কি জান চাটুয্যে, বলি রসিকা রমনীর মনোরঞ্জন কর্‌তে হোলে এ সকল চা—ই—চাই। বিশেষতঃ আমার সদৃশ প্রবীণ ব্যক্তির পক্ষে তরুণী ভার্য্যার মনোরঞ্জন কোত্তে হোলে, এই গুলিই হোচ্চে প্রধান উপকরণ। বোল্‌তে কি ভাই, যেমন

পতিব্রতা নারীর পতি সেবাই হচ্চে, প্রধান ধর্ম্ম। সেইরূপ স্ত্রীব্রত স্বামীর স্ত্রী সেবাই হচ্চে একমাত্র কর্ত্তব্য কর্ম্ম। স্ত্রীর সেবা কল্যেই সকল ধর্ম্ম বজায় থাকে। ওরে—এ—এ মাথা তামাক দেরে;—তা যাহোক আমি এ বিষয়ে আর কিছু বোল্‌তে চাইনে, কি জানি যদি তোমার সঙ্গে ঐক্য না হয়। তা তুমি কি বোল্‌ছিলে বল। (ভৃত্যের তামাক লইয়া প্রবেশ ও প্রস্থান)।

রাম। (স্বগত) ব্রাহ্মণের যে রকম দেখ্‌চি এখন্ না খেপ্‌লে বাঁচি। (প্রকাশে) বলি তুমি যার জন্যে এতটা কচ্চো, সে তোমায় ভাল বাসেত? তোমার তো বাধ্য বটে? আর তোমায় মান্য করে তো?

রাজী। ভায়া গৃহীনি আমার সতী লক্ষ্মী, তিনি আমাকে যে কতখানি ভাল বাসেন তা আমি এক মুখে বোল্‌তে পারিনে। ভক্তি, শ্রদ্ধা যত দুর কোর্‌তে হয় তা করেন। আমি ঘরে যাবা মাত্র পাধোবার জল দেওয়া, স্বহস্তে গাত্র মার্জ্জনা কোরে দেওয়া, আমার আহারের পর ভোজনাবশিষ্ট প্রসাদ পাওয়া, আর শয়ন সময়ে পদসেবা করা ইত্যাদি স্বামীর প্রতি যতদুর কর্‌তে হয় তা করেন; আর বোল্লেম যে আমায় আন্তরিক ভাল বাসেন; তবে কি জান, এখন ছেলে মানুষ না কি? তাই সময়েং এক একটা

আব্দার ধরেন। কিন্তু বয়েস হোলে আর সেটা থাক্‌বে না।

রাম। (স্বগতঃ) এখন স্পষ্ট বলাই শ্রেয়ঃ (প্রকাশে) তা হলেই ভাল, কিন্তু ভাই "সর্ব্বমত্যন্তংগর্হিতং" আর "অতি ভক্তি চোরের লক্ষন" এই কথা দুটি যেন ভাল রূপ স্মরণ থাকে।

রাজ্ঞী। কি বল্লে চাটুয্যে কি বল্লে? ও কথা আর মুখে এনো না, অন্যে হোলে, আজ দশ কথা শুনিয়ে দিতেম্। কি বোলবো তুমি হচ্চো আমার প্রাণের বন্ধু তাই কিছু বোল্লেম না। ভাই তুমি বিশেষ জান না, তাই অমন কথা বোল্লে। তুমি আমার পরিবার কে দেখনি, আমার স্ত্রী যেমন, এজগতে তাঁর তুল না পাওয়া ভার।

রাম। আমি তোমার পরিবারকে দেখিনি বটে, কিন্তু তোমা অপেক্ষা তাঁকে ভালরূপ জানি।

রাজ্ঞী। আমার মাথা খাও চাটুয্যে, কি জান বল্‌তে হবে?

রাম। আমি তাই বোলতে এসেছি, কিন্তু শুন্‌লে তুমি দেখচি রুক্ষ হবে, সুতরাং না বলাই শ্রেয়ঃ।

রাজ্ঞী। না, না, না, তোমায় বোলেতেই হবে আমি কিছু মাত্র রাগ কোরবোনা তুমি সে ভয় কোরনা।

রাম। সত্য বলতে ভয় আর কি? বিশেষতঃ আবার তো-মাকে বল্‌চি তুমিতো আর আমায় ছিঁড়ে খাবেনা?

রাজী। হ্যাঁ ঠিক কথা, বেশ২ কি বোল্‌বে বল।

রাম। ভাই হে তোমার পরিবারের চরিত্রের প্রতি খুব দৃষ্টি রেখো। তাঁর চরিত্রের প্রতি আমার কিছু সন্দেহ হয়। আর আমি বিশ্বস্ত সুত্রে শুনেচি তুমি তাঁকে যে রূপ ভাবো তিনি সেরূপ নন্।

রাজী। অ্যাঁ কি বোল্লে? ও হোঃ! হোঃ! কি সর্ব্বনেশে কথা। চাটুয্যে তুমি আমায় শড়পি দিয়ে বিঁদে ফেল্লেনা কেন? তলোয়ারের চোটে আমাকে দুটু-করো কল্লেনা কেন? তুমি এ মিছে কথা গুলো আমায় কেন শুনালে? আমি দেখ্‌চি আজকের কালে কোন শালা কারো ভাল দেখ্‌তে পারে না।

রাম। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি সকলই যেন মিছে হয়। কিন্তু আমি যত দুব জানি তা বোধ হয় বড় মিছে হবে না।

রাজী। আর না চাটুয্যে! থাক্ থাক্ আমি যাইযে, এই দেখ আমার প্রাণটা বুকের ভিতর ধড়ফড় কোচ্চে। বুঝি বেরুলো, ওমা কি হোলো মা (ক্ষণেক নিস্তব্ধ থাকিয়া) চাটুয্যে এ কথা তুমি কোথা শুন্‌লে, কোন্ শালা এ অপকলঙ্ক রটালে? আমি তাকে দেখ্‌বো, সে রাজীব গাঙ্গুলিকে ভাল রূপ চেনেনা, জলে বাস্ কোরে কুমিরের সঙ্গে বাদ্! আমি তার ভিটে মাটী চাটী কোরবো, তাকে সাত্‌ঘাটের জল খাও.

যাবো। তার পাকা ধানে মৈ দোবো। তার সপুরী একাগার কোরবো। অল্পে ছাড়বো, রাজীর গাঙ্গু-লি নছোড়বন্দা, বড় সক্ত ছেলে।

রাজ। আমি তখনি বোলেছিলাম তুমি শুনলেই রাগ কোরবে।

রাজী। (সক্রোধে) আরে এ যে রাগেরই কথা! ভদ্রলোকের অপকলঙ্ক, তাতে আমি জমিদার, কোন শালা কি আমায় চেনে না? আমি তোমার কাছে বিশেষ তদন্ত নিয়ে গাঁখানা একেবারে তোলপাড় কোরবো, আর যে এই অপকলঙ্ক রটিয়েছে: তার রক্ত দর্শন কোরে তবে জল গ্রহণ কোরবো।

রাম। তোমার মত পাগলতো আর দুটি নাই, তুমি কি না ঘরের কুৎসা লয়ে দেশরাস্ট করতে চাও। লোকে শুনলে বলবে কি? গাঁয়ের লোকে যেন কিছু নাই বোল্লে। অপরাপর লোকে কি মনে করবে? এটা যদি সম্পূর্ণ মিথ্যা হয় তাহলেও সকলে সন্দেহ করবে। আর সত্য হলে তো অপমানের শেষ নাই। আবার প্রকাশ্যরূপে মারপিট করবার আই-নও নাই। যদি একটা খুন হয়, তা হলে কো-ম্পানি বাহাদুর খুনের বদলে খুন নেবে। আমার মতে প্রকাশ্য ভাবে এরূপ করা কোনমতেই উচিত নয়।

রাজী। হুঁ!!! তা বড় মিছে নয়, ভায়া তবে কি কোরবো। আচ্ছা তুমি আমায় সব ভেঙ্গে চুরে বল, আমি অন্য কোন রকমে এর প্রীতকার কোরবো।

রাম। আমি বিশেষ তদন্ত বোল্‌তে প্রস্তুত আছি কিন্তু কোন্ সূত্রে অবগত হয়েছি সেটি বোল্‌তে পারবোনা, কারণ আমি পূর্ব্বে প্রতিশ্রুত হয়ে সকল কথা বার কোরে নিয়েছি। সুতরাং তার নাম করাটা ভাল দেখায় না।

রাজী। (স্বগত) বোধ করি ফুলমনি বেটীরই কায্ বেটী কিছু কারচুপি খেলেচে। ঐ বেটীই বুঝি আমার সর্ব্বনাশ কোরেছে (প্রকাশে) তুমি মোট কথাটা কি তাই বল?

রাম। ভাই আমি শ্রুত আছি যে এই গ্রামের দুটি যুবক তোমার সর্ব্বনাশে প্রবত্ত হয়েছে। তাহারা প্রায়ই অবাধে তোমার পুরী মধ্যে প্রবেশ করে। আর তোমার গৃহিনী যাঁকে তুমি অতি সাধ্বী বোলে জ্ঞান করো, তিনি নিজেই তাঁদের আহ্বান কোরে গুপ্ত ভাবে আপনার অভিষ্ট সিদ্ধি করেন। তবে তিনি নাকি খুব চতুরা, তাই বাহ্যে এরূপ ভাব প্রকাশ করেন যে তুমি কিছু মাত্র সন্দেহ কোরতে না পার।

রাজী। (স্বগত) সন্দেহ অনেক দিনই হয়েছে কিন্তু কিছু

তো বুঝতে পাচ্ছিনে। (প্রকাশে) ভায়া একথা কোন মতেই বিশ্বাস হয় না ; আমার প্রেয়সী যে অতি সুশীলা। তাঁর এমন মতি কখনই হবে না আর নষ্ট স্ত্রীলোকের চেহারা দেখ্‌লেই চেনা যায়। তাঁরতো চেহারা বেশ্ আছে কিছুমাত্র বেগ্‌ড়ায়নি।

রাম। বিশ্বাস করো আর নাই করো কিন্তু খুব সাবধানে থেকো।

রাজী। সাবধানে আমি খুবই আছি, আমার কপালে দুটো ভাঁটার মতন চক্ষু রোয়েছে কি কোত্তে ?

রাম। এখন আরও সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য।

রাজী। তা আর একবার কোরে বোল্‌চো, একথাটা শুনে অবধি আমাব প্রাণটা যে কি কচ্চে,তা আমিই জানি আর গুরুদেবই জানেন। আমি পূর্ব্বেকার অপেক্ষা শত গুণে সাবধান হবো। এবার বেশ্ কোরে আট ঘাট বন্ধ কোরবো। (চিন্তা)

রাম। (স্বগত) ব্রাহ্মণ অত্যন্ত ব্যথিত হয়েচে, এখন ইহা-কে অন্য মনস্ক করা কর্ত্তব্য (প্রকাশে) ভায়া ভাব্‌চো কি ? একটা কথা বলি শোন ?

রাজী। (সচিন্তিত ভাবে) অ্যাঁ কি বল ?

রাম। শুন্‌চিনাকি মীরপুরে বড় দিঘীর পাড়ে এক কলস স্বর্ণমুদ্রা উঠেছে।

রাজী। আরে না না না ! ওকথা তোমায় কে বোল্লে ?

তুমি আজ সব আকাশ ফোঁড়া কথা কোথেকে বার কোচ্চ ?

রাম। তোমার নায়েব গোমস্তার মুখে শুন্‌লেম।

রাজী। তুমিও যেমন! যৎকিঞ্চিৎ রৌপ্য মুদ্রা উঠেচে তা সে অতি সামান্য।

রাম। তা যাইহোক্ সে টাকাটা তোমার গ্রহণ করা কর্ত্তব্য নয়।

রাজী। কেন ? আমার জমীতে উঠেচে সে তো আমারই, তা আমি নোবোনাতো নেবে কে ? রাস্তায় ছড়িয়ে দিতে হবে নাকি ?

রাম। তোমার জমীতে উঠেচে সত্য, কিন্তু কুড়িয়ে পাওয়া ধন ঘরে রাখ্‌তে নাই। সৎকর্ম্মে ব্যয় করা কর্ত্তব্য।

রাজী। সৎকর্ম্মে ব্যয় কর্ব্বো না তো কি সে টাকা জমিয়ে রাখবো ? আমার ধনের কমি কি বলত ? আমার অন্ন খায় কে ?

রাম। বটেইতো। তা বলি কি মনিরামপুরে একটা ইংরাজী ইস্কুল স্থাপন কর্‌লে ভাল হয় না ? এখানেতো একটাও স্কুল নেই।

রাজী। স্কুল স্থাপনের কথা যদি বোল্লে, আমি তাতে বড় নারাজ, আমা হোতে সেটি কোন মতেই হবে না। কি জান এখনকার ছেলেপিলে বড় ব্যাদড়া

সুপাত্র ইংরেজী শিখে হিন্দুধর্ম্মটাকে পা দিয়ে মাড়িয়ে বসে। সেই জন্য আমি ইস্কুল কিস্কুল বড় ভাল বাসিনে, এবিষয়ে কার উপরোধ রাখিনে, আর রাখবোও না। আমার গুরু যদি আসেন তাঁকেও ভাগিয়ে দোবো। আমার ইচ্ছা যে ২।৪টাকা মাহিয়ানা দিয়ে একজন গুরু মহাশয় রেখে একটা পাঠশাল খুলে দোবো, আর নিজে তার তদারক কোর্কো।

রাম। তা যা ভাল বোঝো, আর একটা কথা,—সম্প্রতি একজন কন্যাভার গ্রস্ত ব্যক্তি এসে ধোরেচে, আমি যতদূর সাধ্য সাহায্য করেছি। এখন তোমার কাছে কিছু প্রার্থনা করে।

রাজী। (স্বগত) জ্বালালে বাপু। (প্রকাশে) কন্যা ভার-গ্রস্ত ব্যক্তি—(নেপথ্যে) কর্ত্তা বাবু বাড়ি আসুন বেলা অনেক হয়েছে। ওহে এখন উৎকণ্ঠার সময় আর কিছু ভাল লাগে না। এখন আমি উঠি, আর তুমিও বাড়ী যাও, সেই কন্যাভারগ্রস্ত ব্যক্তির বিষয় আমি বিবেচনা কোরে বোল্‌বো।

রাম। কিঞ্চিৎ দেওয়া নিয়ে বিষয় তার আবার বিবেচনা কর্‌বে কি?

রাজী। আচ্ছা আচ্ছা। তাকে কিছু দেওয়া যাবে। তা এখন স্নানাহার করোগে। আমি চল্লেম।

রাম। কিছু কি বলো? দুই, দশ, না পঁচিশ?

রাজী। পঁচিশ! অতো পারবোনা, দশই দোবো, তা এখন চল্লেম।

রাম। আরে স্থির হও না, তুমি তো আর পরের বাড়ী যাওনী? তা এত ব্যস্ত হোচ্ছো কেন? বলি দশ টাকা কি তোমার মত ব্যক্তির উপযুক্ত দান?

রাজী। (স্বগত) ভাল গেরোয় পড়েছি। ছিনে জোঁক, কাঁঠালের আঠা আর ভট্‌চাজ্জি বামন, কিছুতেই ছাড়তে চায় না (প্রকাশে) আমি কিছুমাত্র চঞ্চল হইনি, কি জান উৎকণ্ঠার সময় নাকি তাই বল্‌চি। আচ্ছা পঁচিশ টাকাই দেবো, তা এখন এসো তোমায় আর বোলতে বোলতে পারিনে বেলাটা ঢের হোয়েছে।

রাম। আচ্ছা; আমি এখন চল্লেম (যাইতে২ স্বগত) ব্রাহ্মণ যেমন স্ত্রৈণ, তেমনি কৃপণ, এদিকে কিন্তু মাগের গহনার নামে লাক্‌টাকা অম্লান বদনে খরচ কোর-বেন্। আর দানের বেলাই কেঁদে কোকিয়ে বার্ কোরবেন্ তার আবার ভাবনা, বিবেচনা, হ্যান, ত্যান, সাত্ সতের। সংসারে কত রকমই লোক দেখ্‌তে পাওয়া যায়। (প্রস্থান)

রাজী। (পরিক্রমণ) তাইতো আগুন্ কি কাপড় ঢাকা থাকে? উহুঁ! কখনই না। আমি পূর্ব্বে যা সন্দেহ

করেছিলেম্ এখন সেটি দেশ রাষ্ট হোতে চোল্লো। ভাল!! রামকান্ত চাটুয্যে, আমার বাড়ীর খবর জান্‌লে কেমন কোরে? আমিতো কিছু বুঝে উঠ্‌তে পাচ্চিনে। প্রেয়সী কি আমার সত্য সত্যই অসতী হোলেন? আরে ছ্যা ছ্যা ছ্যা! তাওকি কখন সম্ভব হয়? তিনি তো কখন এমন হন্‌নি। তিনিতো আমার তেমন নন্। তিনি যে অতি সুশীলা, প্রিয়ে যে আমার সোনার লতা। (চিন্তা) আমার হৃদয় পিঞ্জরের পাখী কি সত্য সত্যই শিব্‌লি কেটে-ছেন? না তা হোতেই পারেনা। তিনি—যে আমায় আন্তরিক ভাল বাসেন। আর আমারই তো তাঁর আর কেউ নাই! (উপবেশন) কিন্তু ফুলমণি ছুঁড়িকে আমার খুব সন্দ হয়, বেটীর রীত চরিত্র বড় ভাল নয়, বেটীর রকম টাও ছেনাল২। প্রেয়-সীর যদি কোন ভাল মন্দ হোয়ে থাকে, সে ও বেটী হোতেই হোয়েছে। বেটী কে আর রাখা হবেনা, বেটী বাঘের ঘরে ঘোঘের বাসা কোরে তু-লেছে। বেটীকে আচ্ছ জুতিয়ে লম্বা কোরে দোবো; (চিন্তা) না সহসা সেটা করা হবেনা। আগে ভাল কোরে জানি, তবে তার প্রতীকার কোর্‌বো! যদিও আমার মনে খুব সন্দেহ হোচ্চে, তবু কোন মতেই বিশ্বাস হয় না। প্রিয়ে যে আমার প্রতি-

কূলচারিণী হবেন্, তার তো কোন কারণই দেখিনে। আমি জানি যে স্ত্রীলোক খেতে পোত্তে না পেলে আর্ মনের সুখে না থাক্‌লেই ভ্রষ্টা হয়। তা আমার তো অতুল ঐশ্বর্য্য, খাওয়া পরা তো রাজ সংসারের বাড়া। আর মনের সুখ না থাক্‌বেই বা কেন? আমি তো আর কোন বিষয়ে অপটু নই। রতি শাস্ত্রে আমার খুবই দখল আছে। আমি হচ্চি প্রবীণ নায়ক, পূর্ব্বে দু দুটো সংসারের মনোরঞ্জন করেছি। আমি হচ্চি এ বিষয়ে পুরাতন পণ্ডিত, কি রূপে স্ত্রীলোকের মন রাখতে হয় তা বিশেষ রূপে জানি; সুতরাং কোন বিষয়ের তো ত্রুটি দেখ্‌তে পাইনে। তবে এমন হোলো কেন? (কিঞ্চিৎ কাল নিরব থাকিয়া) আর হোয়েছেই বা কি? আমার কিঞ্চিৎ সন্দেহ হয়েছে, এই বইতো নয়, তা সে সন্দেহ আজ দূর কোরবো, আমি প্রেয়সীকে আজ বোলবো "বলি প্রেয়সী তুমি কি অসতী হয়েছো" (চিন্তা) না, না, না, তা কখনই বলা হবেনা, ও কথা কি মুখে আন্‌তে আছে? প্রিয়ে আমার মুখে একথা শুনলে গলায় দড়ী দেবেন, আমার হৃদয় পিঞ্জরের পাখী উড়ে যাবেন। বসন্ত কোকিলা অমনি নীরব হবেন। একুটা কটু কথা বোলে কি জন্মের মত হাবাতে

হোয়ে বেড়াবো। তবে কি বোল্‌বো? (চিন্তা) হাঁ সেই ভাল, রহস্য চ্ছলেই বোলবো 'প্রিয়ে তুমি কি আমায় ভাল বাসনা? আবার তাই বা কেমন কোরে বলি, তিনি তো আমায় যথেষ্ট ভাল বাসেন। দুরহোক্‌!! উৎকণ্ঠার সময়, একটা কথা ও সংলগ্ন হোচ্চেনা। তা যাহোক এ বিষয়ে আমার অবহেলা করা উচিত নয়। আমি প্রেয়সীকে খুব বুঝিয়ে বোল্‌বো, হাজার হোক্‌ মেয়েমানুষ; দশ্‌হাত কাপড়ে যাদের কাছা নাই তাদের পেটের কথা বার করা কতক্ষণের মকদ্দমা, আমি সলিয়ে কলিয়ে দশ্‌টা কথা বোলে সব বার কোরে নোবো (বাহিরে দেখিয়া) বেলাটা ঢের হয়েছে এখন স্নান, আহার করিগে। (পরিক্রমণ) কিন্তু ফুলমনি বেটিকে আর রাখা হবে না, ও বেটী পাহাড়ে মেয়ে মানুষ, ওকে রাখ্‌লে ভদ্রস্থ নাই, আমার শূন্য গোল ভাল, দুষ্ট গাইয়ে কাজ নাই। ও বেটীকে দুরকোরে দে তবে জল গ্রহণ কোরবো।

(ফুলমনির প্রবেশ ।)

ফুল। ও গো কত্তা দাঁড়িয়েং ভাবচো কি? আজ্‌কি চান্‌ হবেনা?

রাজী। ভাবচি তোমার গুষ্ঠির মাথা, তোমার শ্রাদ্ধের চাল চড়াচ্ছি।

ফুল। ওকিগো বাবু ? কি রকম কথা? আজ কি হোয়েচে।

রাজী। আবার কি হোয়েচে? বেটী তুমি জাননা, নচ্ছার ময়না বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা করেছো? বেটী জুতিয়ে তোমায়— ---

ফুল। ও মা ও আমা। কিগো বাবু তুমি অমন কোরে আমায় গাল দেও কেন? আমি কি করেছি। দোহাই ধর্ম্ম তুমি সাক্ষী, আমি এর বাষ্পও জানিনে। হে ভগবান তুমি রাত্তির দিন কোচ্চো তুমি এর বিবেচনা কোরবে। (রোদন) ভাল মাস্সের মেয়ে চাকরি কোত্তে এসেছি বোলে কি এত লাঞ্ছনা ও মা কোথা যাব মা, তখনি বলেছিনু যে জমীদারের ঘরে চাকরি কোরবোনা। শেষে আমার এই খোয়ার হোল। হা আমার কপাল! (শীরে করাঘাত)

রাজী। তুই আর প্যান্ প্যান্ করিস্ নে, যা যা আমার সাম্নে থেকে যা।

ফুল। (সরোদনে) আমি এই দণ্ডে দিদি বাবুকে বোলে তোমার বাড়ি থেকে যাচ্চি।

রাজী। দিদি বাবুকে আবার বোল্‌বি কি?

ফুল। আমার টাকা পাওনা আছে, টাকা নিয়ে বোলে কোয়ে আজই বিদেয় হচ্চি। (গমনোদ্যত)

রাজী। (স্বগত) এতো মানুষটাকে একেবারে অতটা

বলা ভাল হয়নি, কথাটা অত্যন্ত গুরু তর হোয়েছে। প্রেয়সী আমার বড় অভিমানিনী তায় আবার ও প্রিয়ের বাপের বাড়ীর দাসী তিনি শুন্‌লে পাছে রাগ করেন। কাযটা ভেবে চিন্তে করাই উচিত ছিল। (প্রকাশে) ওরে ফুলমনি কোথা যাস্‌। হেঁরে তুই কি আজই যাবি ?

ফুল। যাব মাত কি লাতি ঝাঁটা খেতে থাকবো ? আমি এখনি যাব।

রাজী। দেখ বাছা তুমি রাগ কোরোনা, আজ্‌ আমার মেজাজ্‌ টা বড় ভাল ছিল না। তাই একটা কথা মুখ না ঘাৎ বেরিয়ে গেছে। আমিতো তোমায় উঁচু কথা কখন বলিনে।

ফুল। আর গোড়া কেটে আগায় জল দিতে হবেনা। আমি চল্লেম। (গমন)

রাজী। আরে ফুলমনি দাঁড়াও দাঁড়াও আমার মাথা খাও যেওনা। আর দেখ বাছা তোমার দিদি বাবুকে একথা বোলোনা, আমি তোমায় মেঠাই খেতে কিঞ্চিৎ দোবো।

উভয়ের প্রস্থান।

প্রথমাঙ্ক সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

হেমাঙ্গিনীর শয়ন গৃহ।

প্রিয়নাথ ও হেমাঙ্গিনী।

হেমা। (প্রিয়নাথের অঙ্কে মস্তক রাখিয়া) পুরুষ্ তো শিকলিকাটা টিয়ে, ওরা কি পোষ্মানে, প্রথমে যার প্রেম পাশে বদ্ধ হয় তখন এমনি ভাব দেখায় যেন তাকে বৈ আর কাকেও জানে না। কত বোল বলে, কত মিষ্টি কথা কয়, শেষে আপনার অভীষ্ট সিদ্ধি কোরে ভুলিয়ে ভালিয়ে পালাবার পথ দেখে। পুরুষকে বিশ্বাস কোত্তে নাই, এঁযে কথায় বলে "বনের হোলা খায় দায় আর বন পানে চায়।" তা ঠিক কথা—

প্রিয়। (হেমাঙ্গিনীর চিবুক স্পর্শ করিয়া) ও কথা কেন বোলচো ভাই।

হেমা। কেন বল্‌চি? বড় দুঃখেই বোল্‌চি পুরুষকে বিশ্বাস কোত্তে নাই; যত কেন যত্ন করোনা, যত কেন ভাল বাসনা, কিছুতেই ওদের মন পাওয়া যায়

না। ওদের দেহটা শঠতা আর চাতুরিতে ভরা।

প্রিয়। কি সে দেখলে?

হেমা। দেখবো আর কিসে। তুমি কেন আপনাকে দে দেখনা, আগে তোমার কি ভাব ছিল আর এখন কিভাব দাঁড়িয়েছে।

প্রিয়। আমি তো ভাই ভাবের কোন ত্রুটী দেখতে পাইনে। আমার তখনও যে ভাব এখনও সেই ভাব, সব ভাবেই আছে, তবে তুমি যদি ভিন্নভাব, তো নাচার।

হেমা। কথায় যা বল্যে কাযে তা দেখি কৈ? তখন তখন প্রতি দিন আমার তত্ত্ব নিতে, এখন দশবার লোক পাঠিয়ে ও তোমার বার পাওয়া যায় না, এখন তোমার কিছু পায়া ভারি হয়েছে।

প্রিয়। সেই জন্যে বোলছিলে? সত্যি বোলতে কি ভাই। আজ কাল আমার মনে কিছু শঙ্কা হয়েছে।

হেমা। তা হবেই তো, এখন যে শঙ্কা হবারি কথা, আগে হোতোনা। এত চাতুরিও শিখে ছিলে। চাতুরি কল্লে তোমায় কে পারবে বল। তা ও তোমার দোষ নয়, ও তোমাদের জেতের স্বধর্ম্ম।

প্রিয়। প্রিয়ে আমি তোমার সঙ্গে কিছুমাত্র চাতুরি করিনি। বরং তুমি ফুলমণিকে জিজ্ঞাসা করো।

হেমা। আমি জিজ্ঞাসা করেচি, যে খেলতে জানে সে কানা কড়িতে খেলতে পারে। আচ্ছা কাল্‌কেই

যেন একটা বিভ্রাট ঘোটে ছেলো। আর আর দিন কি হয়ে ছেলো?

প্রিয়। কি জান ভাই এই কদিন ধোরে বড় কাষের ভিড় পোড়েছে। আর বুঝতেইত পার, আমরা হলেম চাকরে মানুষ মনিবের মন যোগাতে হয়, আস্‌তে রাৎ হয় কাষেই—

হেমা। বুঝ্‌তে সকলি পারি। মনিবের মন যোগাতে হয়। আর আমার মন যোগাতে হবে সেটা মনে নাই?

প্রিয়। যা বোল্‌চো তা সত্যি, তোমার কাছে কোন কায নাই। কিন্তু কি জান আমরা হচ্চি সামান্য লোক্, পেটের ধান্দা দেখ্‌তে হয়। তোমার ভাতারের মতন তো আর জমীদারি নাই যে বোসে বোসে খাবো;—

হেমা। তোমায় কথায় কে অাঁটবে ভাই? কথায় বা বল্‌চি কেন? কিছুতেই অাঁটবার যো নাই। পুরুষকে কাষে বলো, কথায় বলো, চাতুরীতে বলো, বুদ্ধিতে বলো, কিছুতেই পারবার যো নাই। আমরা হচ্চি অবলা বিধাতা আমাদের বল শক্তি কিছুই দেন্ নি, তাতে অবোলা সাত চড়ে রা বেরোয় না তা আমরা কি পুরুষকে অাঁটতে পারি।

প্রিয়। অবলা, প্রবলা!!!

হেম। অবলা যদি প্রবলা হোতো তা হোলে কি পুরুষ মেয়ে মানুষের উপর আধিপত্য কত্তে পারতো? না তা হোলে মেয়ে মানুষকে সলিয়ে কলিয়ে মজাতে পারতো? তা যদি হোতো তা হলে মেয়ে মানুষ, পুরুষ মানুষের কাঁদে চড়ে বেড়াতো, পুরুষকে মুটোর ভেতোর রাখ্তো, অতো জারিজুরি খাটুতো না।

প্রিয়। কোন্ না রেখেচো, অমন যে তোমার দিগ্গজ স্বামী তাকে একেবারে ভেড়া বানিয়ে রেখেচ। ঐ যে কথায় বলে 'পুরুষের আট গুন মেয়ে'-তা মিছে নয়।

হেম। তা বটেই তো বোল্বে বৈকি! ভাই আমার সোয়ামীর কথা যদি বল, তা তিনি তো আর মানুষ নন্, একটি আস্ত গাড়ল বল্লেই হয়, সাতেও নাই পাঁচেও নাই, কিছুমাত্র কারকোপ রাখেন্ না। তাঁকে বশ করা কি বড় কথা? তাঁকে বশ করাও যা, একটা বনের পশু বশ করাও তা, বরঞ্চ শেয়ালটা কুকুরটা বশ্ কোর্তে দেরি লাগে। কিন্তু তাঁকে দুটো কথা বল্লেই গোলে যান। তিনি যদি মানুষ হোতেন্ তা হলে কি আর আমি পর ধোরে বেড়াই। যে মানুষ নয় তাকে বশ করায় আর বাহাদুরি কি? বলদেখি প্রিয়নাথ, তুমি যদি

আমার ভাতার হতে তা হলে কি তোমার কাছে এ রকম কারচুপি খাটতো ? এখনকার পুরুষদের পেটে পেটে বুদ্ধি, মিষ্টি কথা প্রবঞ্চনা এদের গায়ের অভরণ। এদের কাছে পার পাওয়া কিছু শক্ত কথা -- হুঁঃ! বলে পুরুষের আট গুণ মেয়ে, পুরুষের এক গুণ পেলে বেঁচে যাই। বাবা! এঁদের খুরে খুরে দণ্ডবৎ। তোমারও পায়ে নমস্কার। তুমিও একজন্, না বেশ্ যাহোক, আপনার কথা চাপা দিয়ে শেষ আমায় নিয়ে পড়লে।

প্রিয়। তুমি কিছু মনে কোরোনা ভাই, কথার পিটে কথা বোল্‌তে হয়। তা যাহোক্ এখন ও কথা থাক্ এস দুদণ্ড আমোদ আহ্লাদ করি।

হেমা। কথার পিটে কথা বল্‌বে বৈকি ভাই, একশ বার বল্‌বে। তা যাহোক্ এমন কোরে দোষ ঢাক্‌তে শিখ্‌লে কবে, আগে তো তুমি এমন ছিলে না। এখন কায শিখেছ, ছুতো ছলা করো, আমার কাছে আস্‌তে তোমার নানান্ কায পড়ে। আমি আর কি মনে কোর্‌বো ভাই? সর্ব্বদা তোমাই মনে কোর্‌চি, এখন তুমি মনে কবো তবে না সিন্।

প্রিয়। আমি তোমার পায়ে হাত দে দিব্বি কোর্‌চি ভাই?

হেমা। ছি! কি কর পায়ে কি হাত দিতে আছে?

প্রিয়। না ভাই আমি যথার্থ বল্‌চি তোমাবই আর

কাকেও জানিনে। দেখো আজও পর্য্যন্ত বিবাহ করিনি, কি জন্যে বল দেখি? কেবল তোমারই জন্যে। আর বিবেচনা করো তুমি হোচ্চো গৃহস্থের মেয়ে, জমীদারের বৌ, তোমার কিসের অভাব। তুমি যে আমায় অনুগ্রহ করে চরণে রেখেছ আমার পরম ভাগ্য বল্‌তে হবে। আমি তোমায় না ভাল বাস্‌বো কেন? তুমি তো আমায় অনাস্থা করোনা যে আমি তোমায় অগ্রাহ্য কর্‌বো। কথায় বলে 'ভাল বাস কেমন, না ভাল বাস যেমন' তুমি যদি আমায় প্রাণের সহিত ভাল বাস, আমি কি না ভাল বেসে থাক্‌তে পারি?

হেমা। মরে যাই আর কি, কি কথাই শিখেছ, ঐ কথার গুণেই মরে আছি। তোমার মুখখানি যেন মিছ্‌রির ছুরি।

প্রিয়। যা বলো ভাই (নেপথ্যে পদশব্দ) কে আস্‌চে।

হেমা। (হস্ত ধরিয়া) ও কি ও বসো বসো, কে আবার আস্‌বে, ফুলমণি বুঝি। তোমার যে দেখে আর বাঁচিনে; এত ভয় কেন?

প্রিয়। ভয় যে কাযেই হয়, কি জান বড় মানুষের অন্দরে ঢুক্‌তে হোলে, প্রাণটি হাতে কোরে ঢুক্‌তে হয়। কি জানি কখন টক্ কোরে মাতাটি কাটা যাবে। তাই সাবধান হোয়ে চোল্‌তে হয়।

হেমা। আমার কি ভাই সে ভয় নাই? আমি কি পরের ছেলেকে খুন্ কোত্তে ঘরে আনি। তুমি কি ভাব তোমার প্রাণে তোমারই মায়া, আমার মায়া নাই। তাই যদি হবে তবে আর ভালবাসা কি! তুমি প্রাণ হারাবে আর আমি কি চক্ষে দেখ্বো। প্রিয়নাথ তুমি কি ভাব তোমার প্রাণে আমার দরোদ নাই, একথা মনেও কোরোনা। আমি এমন কাঁচা মেয়ে মানুষ নই। আমি যা করি তা ভেবে চিন্তে আট ঘাট বেঁধেই করি।

প্রিয়। তা বটে, কিন্তু ভয়টা কেমন স্বভাবতই হয়ে থাকে। আর তোমার স্বামীরও আস্বার সময় হয়েছে।

হেমা। তোমারসে ভয় নাই, তাঁর আসবার দেরি আছে। আর যদি এসেই পড়েন্, আজ এমনি কৌশল করেছি, যে কিছু টের পাবেন না?

প্রিয়। আমি তো ভাই তোমার হাতেই প্রাণ সঁপেছি, এখন প্রাণ থাকুই ভাল আর যাকুই ভাল।

(ফুলমণির প্রবেশ)

ফুল। বাবু কতক্ষণ?

প্রিয়। অনেক ক্ষন এসেছি।

হেমা। ফুলমণি তুই অনেক কাল বাঁচ্বি।

ফুল। আমার আর বেঁচে সুখ কি? এখন গেলেই হয়। ভগবানের কাছে এই মানাই যে দুটিতে বেঁচে বর্ত্তে থাক আর এই রকম আমোদ আহ্লাদ কর তা হলেই ঢের।

প্রিয়। ফুলমণি তোমার কিসের বয়েস?

হেমা। ফুলমণি তুই এক ছিলিম তামাক দে, আর দেখ্ কর্ত্তা কদ্দুর আস্‌চে।

ফুল। আচ্ছা। (প্রস্থান)

প্রিয়। আর তামাক খাবনা, গলায় কাঠ জমে গেল, তবে তুমি যদি খাও তা হোলে খাই।

হেমা। না ভাই ও উপ্‌রোধটি কোরোনা, তা হোলে মুখে গন্ধ হবে কর্ত্তা টের পাবেন।

প্রিয়। সব ঢাক্‌তে পার আর এটা ঢাক্‌তে পারবে না, বেশ কোরে একটা পান খেও তা হোলে গন্ধ টন্ধ আর কিছু টের্ পাবে না।

হেমা। না ভাই আমি নাকি কখন খাইনি তাই বল্‌চি।

প্রিয়। কখন খাওনি বলে কি চিরকালই খাবেনা? তার্ মানে নাই।

হেমা। আচ্ছা হ্যাঁ ভাই প্রিয়নাথ, সে দিন যে লোকটি তোমার সঙ্গে এসেছিল তার নামটি কি ভাই? সেটি বেশ মানুষ, কেমন আমুদে, দিব্বি গায় যেন বাঁশীর মতন গলা।

প্রিয়। শ্যামাপদর কথা বোল্‌চো? তা তাকে তোমার এত খোঁজ কেন? আমি কি গাইতে জানিনে?

হেমা। গাইতে জান্‌বেনা কেন? বালাই শক্র না যানুক? তা বল্‌চিনে তবে কি জান লোকটি বড় আমুদে, তা তাঁকে এক দিন এননা ভাই।

প্রিয়। তার উপরে যে বড় মন পড়েচে দেখ্‌চি, এখন এক জনে কি মন উঠে না?

হেমা। না! ! ! নাবল্লেও বাঁচিনে, ওঁর বড় ভয়, আমি সেই জন্যেই বেল্‌চি কিনা? আর তাই যদি হয় আমিতো আর তোর্ ঘরের মাগ নই, যে দাব্‌বি?

প্রিয়। (গীতচ্ছলে)

খাম্বাজ—যৎ।

কেন বল দেখি প্রাণধন আজি অকারণ।
তার লাগি হেরিতব মনপ্রাণ উচাটন।
বুঝি আর পুরাতনে, নাহি সাধ যায় মনে,
নবীন নাগরধনে, করিতেছ অন্বেষণ।
কিন্তু এ অধীনজন, তবাধিন চিরদিন,
কি দোষেতে বিধুমুখী দিবে মোরে বিসর্জ্জন।

হেমা। বেশ বেশ! কাল থেকে তুমি একটা যাত্রার দল কোরো।

প্রিয়। আচ্ছা, তা হবে, আমি সাজ্‌বো কেষ্ট, তুমি রাধিকা সাজ্‌তে পারবে?

হেমা। আর সাজ্‌তে হবে কেন? কোন্ নয়?

প্রিয়। তবে আর কি "তুমি রাধা আমি শ্যাম পুরাইব মনস্কাম"। কিন্তু আয়ান ঘোষের দশা কি হবে?

হেমা। আয়ান্ ঘোষ আবার কে?

প্রিয়। তোমার গাড়ল ভাতার, যাকে তুমি ভেড়া বানিয়েছ্।

হেমা। কি তামাসাই শিখেছ। (তাম্বূল ও তামাক লইয়া ফুলমনির প্রবেশ ও প্রস্থান।

প্রিয়। (হেমাঙ্গিণীর প্রতি) কৈ খাও ভাই।

হেমা। যখন বোলেচি তখন খাবই। তুমি আগে খাও না। তবে কাল তাঁকে আন্‌বে?

প্রিয়। আন্‌তে পারি কিন্তুঃ— (ধুম প্যান)

হেমা। আবার কিন্তু কেন? একটু হাতে রাখ্‌চো নাকি!

প্রিয়। কিন্তু কি জান তিনি বড় ভিজ্ মানুষ। সহজে আস্‌তে চান্‌না সেদিন্ আমি তাঁকে আস্‌বার কথা বোলে ছিলাম্, তিনি বলেন্ কর্ত্তা বাড়ী না থাক্‌লে আস্‌তে পারি।

হেমা। দুদিন আস্‌তে আস্‌তেই ভয় ভাঙ্গা হবে। তুমি কাল তাঁকে আন্‌তেই চাও, কাল কর্ত্তা বাড়ী থাক্‌বেন না, তালুকে যাবেন।

প্রিয়। আচ্ছা——খাও (হুঁকা প্রদান)

হেমা। একান্তই খেতে হবে? (হুঁকা টানিয়া) অঃ! অঃ! অঃ! ও বাবাএ কি এ? বড় কাশী আসে আর খাবনা ভাই।

প্রিয়। দুদিন খেতে খেতেই অভ্যাস হয়ে যাবে।

হেমা। আচ্ছা প্রিয়নাথ "বেরাণ্ডি" কাকে বলে ভাই?

প্রিয়। ব্রাণ্ডি কাকে বলে জাননা? মদ আর কি?

হেমা। রাম! রাম! রাম!!! ও মা! মদ্——কি ঘেন্নার কথা! আমি বলি বুঝি আর কিছু হবে?

প্রিয়। সে কি আর তোমার যেমন্ তেমন্ মদ, ওতো আর ধেনো নয়।

হেমা। হ্যাঁ প্রিয়নাথ তুমি কখন বেরাণ্ডি খেয়েছ?

প্রিয়। খেয়েচি বৈকি? অনেক বার খেয়েচি।

হেমা। আচ্ছা ভাই খেতে কেমন লাগে?

প্রিয়। ঠিক চিনির পানার মতন্; সে বড় সরেশ জিনিস।

হেমা। তবে চিনির পানা খাওনা কেন? ও খাবার দর্কার কি?

প্রিয়। কি জান সে হচ্চে বিলিতি জিনিস্, তার এক তার, আর এর এক তার, সন্দেশের কি আর ভাল মন্দ নাই, তুমি বরং একদিন্ খেয়ে দেখো। খাও তো বলো আনি?

হেমা। হানি কি? কিন্তু শুনেচি নাকি তাতে বড় নেসা হয়। ভোঁ হয়ে পড়ে থাক্‌তে হয়?

প্রিয়। আরে রাধামাধব! এও কি কথা! ব্রাণ্ডি খেলে নেশা হয়? তাতে আরো শরীর তাজা থাকে। মনে ভারি ফুর্ত্তি হয়, আর মুখ দিয়ে খৈ ফুট্‌তে থাকে।

হেমা। সত্যি নাকি?

প্রিয়। আমি কি আর মিছে বল্‌চি, যখন খাবে তখনি টের পাবে। (গাত্রোত্থান) তা আমি এখন চল্লেম।

হেমা। (হস্তে ধরিয়া) যাবে কোথা বোসনা, এস এক হাত্‌ তাস খেলা যাক।

প্রিয়। আবার কেন? কত্তা এসে পড়বে।

হেমা। যখন আসবে ফুলমণি খবর দেবে। আমার মাথা খাও বোস। (উভয়ের ক্রীড়ারম্ভ)।

হেমা। আমার ভাই একটা বিন্তি হয়েছে, এই দেখ হরতনের বিন্তি।

প্রিয়। আচ্ছা নাও। (তাস প্রক্ষেপ)

হেমা। কি খেল্‌লে? অ্যাঁ পঞ্চাশ্‌টা ভেঙ্গে দিলে।

(সত্বরে ফুলমনির প্রবেশ)।

ফুল। দিদি বাবু, কত্তা আস্‌চেন্‌ প্রিয় বাবু তুমি পালাও।

প্রিয়। আমি চল্লেম্‌ ভাই তুমি বোস। (তাস্‌ প্রক্ষেপান্তর গমনোদ্যত)।

হেমা। (হস্ত ধরিয়া) যাবে কোথা? তোমার ভয় কি?

প্রিয়। (সব্যগ্রে) না, না, ভাই ছেড়ে দাও, আমি যাই এখন ছেলে মানুষি করবার সময় নয়।

হেমা। আমি যথার্থ বোল্‌চি ছেলেমানুষি নয়, তুমি দেখ তো এমনি কৌশল কোর্‌বো কিছুই টের পাবেনা। ঐ আল্‌না থেকে সাড়ি খান্ টেনে পোরে ঘোমটা দিয়ে বোস। আর এই মল্ চার গাছা পায়ে পর।

প্রিয়। (কাপড় ও মল পরিয়া) তুমি যে কি কোর্‌বে কিছু তো বুঝে উঠ্‌তে পার্‌চিনে।

হেমা। তোমার কিছু ভয় নাই। আমি কি করি দেখত। কিন্তু কথা গুল একটু মেয়েলি মেয়েলি ঢঙের কৈও।

(নেপথ্যে) গুরু সত্য! গুরু সত্য!! গুরু দেব রক্ষা কর। ফুলমণি কোথারে।

ফুল। এই যে গো এখানে।

(নেপথ্যে)। গিন্নি কোথায়?

ফুল। এই যে ঘরে আছেন।

রাজী। (প্রবেশ পুর্ব্বক) বটে! বেশ! বেশ! এই যে, বলি প্রেয়সী আজ্ যে বড় সকাল সকাল বেশ ভূষা কোরে বোসে আছ। (প্রিয়নাথের প্রতি দৃষ্টিপাৎ)

হেমা। সকাল আবার কি রাৎ কি হয়নি? দশটা যে বেজে গেছে তার ঠিক রেখেচ। গল্পে মত্ত থাক্‌বে তা রাত টের পাবে কিসে।

রাজী। কি জান প্রিয়ে এই বন্ধু মানুষের সঙ্গে দুদণ্ড আলাপ্ চারি কচ্ছিলেম তাই রাত টের পাইনি।

হেমা। এদিকে তোমার ঘরে বন্ধু মানুষের আগমন হয়েছে, তা দেখেছ।

রাজী। হেঁ! হেঁ! প্রেয়সী দেখেছি; আমি এসেই দেখেছি, তা বলি ইনি তোমার কে?

হেমা। চিন্তে পাল্লেনা, ইনি আমার সই যে, বাসর ঘরে তোমার গাল্ টিপে দিয়েছিলেন মনে নাই?

রাজী। হা! হা! সে আবার মনে নাই, এই তো সেদিন কার কথা, তা বেশ, বেশ, উনি তোমার সই? ভাল! ভাল! সুখের বিষয় বটে, তা উনি তো আমার ও সই হলেন, তবে আর সেকেন্দারি গোচের দেড়্ হাত ঘোমটার প্রয়োজন কি? বাসর ঘরে তো ওঁর সঙ্গে আমার খুবই পরিচয় আছে। এখন লজ্জা কর্লে চলে কৈ?

হেমা। তুমি কি মনে কোরেছ আমার সই তেম্নি আছেন? এখন সমস্ত বয়েস্ ভরা যৌবন। এখন কি তোমার সাম্নে হাত্ মুখ্ নেড়ে কথা কৈবেন?

রাজী। হাঁ তা বটে, মেয়ে মানুষের বাড় কলা গাছের বাড় বিয়ের জল পেলে অমনি লপ্ করে বেড়ে উঠে তাই হয়েচে তোমার সইয়ের। কিন্তু তা বোলে আমায় লজ্জা কর্লে চল্বে কেন। কি জান প্রিয়ে

যার সঙ্গে ছেলে বেলা কার আলাপ্, তার সঙ্গে লজ্জা চলেনা, এঁ হে! হে! হে!!!

হেমা। তা বল্লে কি হয়? মেয়ে মানুষের এমন রিত্ নয়। মেয়ে মানুষ ছেলে বেলায় যা করুক্, বড় হলে সকল কেই লজ্জা কোত্তে হয়ে। বিশেষতঃ কর্ত্তা ব্যক্তিকে লজ্জা করা উচিত। তবে কি জান তোমাতে সয়েতে যদি এক বয়েসি হোতে আর ছেলে বেলাকার আলাপ পরিচয় থাক্‌তো, তা হলে বরং লজ্জা না কল্লে কত্তে পারতেন্। এই যে আমি কি আমার সই বোনাইকে লজ্জা করি। আমাদের ছেলেবেলাকার আলাপ কাজেই'—

রাজ্ঞী। বেশ্ বোলেছ, তবে উনি ঘোম্‌টার ভিতর থাকুন, আমার যদি চোকের জুৎ থাকে তো দেখে নোবো। কিন্তু আমার সঙ্গে কথা কৈবেনতো?

হেমা। কথা কৈবেন বৈকি। কথা কৈবেন বোলেই 'এসেছেন। সন্ধ্যা অবধি বসে রয়েছেন।

রাজ্ঞী। এঁ বলো কি? আমি তা জানিনে, জান্‌লে কোন্ শালা এতক্ষণ বাইরে থাকে। আচ্ছা প্রেয়সী তুমি কি তোমার সই বোনায়ের সঙ্গে কথা কও?

হেমা। কই আর কেমন কোরে বোল্‌বো।

রাজ্ঞী। তোমার সয়ের আজ কোথা থেকে আগমন হচ্চে

হেমা। সয়া যে সইকে ঘর বসাৎ কোর্‌তে এনেছেন,

সয়ের শশুর বাড়ি যে মীরপুরে, তাই আমার সঙ্গে দেখা কোর্ত্তে এসেছেন।

রাজী। তোমার সোই বোনাই এখন কোথা আছেন?

হেমা। কোথা আবার, তাঁর বাড়ীতেই আছেন?

রাজী। তিনি এখানে আসেন্ নি?

হেমা। না আমি তাঁকে একদিন্ নিমন্ত্রণ কোর্‌বো।

রাজী। বেশ্ কথা। তবে কালই নিমন্ত্রণ করো, তোমার সয়ার সঙ্গে একহাত চৌ চাপটে ইয়ারকি দেবো। তাঁকে কথায় কথায় মাটি কোরে ছাড়্‌বো। কি জান আমরা হচ্চি বুড়ো ইয়ার, ইয়ারকি দিয়ে দিয়ে পোড় খেয়ে গেছি; আমাদের সঙ্গে কি কেউ কথায় পারে। এঁ হে! হে! হে!।

হেমা। আচ্ছা, কাল্‌কেব কথা কাল্ আছে, এখনতো সয়ের সঙ্গে দুদণ্ড আলাপ করো। আমি একবার বাইরে থেকে আসি। (প্রস্থান)

রাজী। সয়ের সঙ্গে বাক্যালাপ কোর্‌বো নাতো, কোর্‌বো কার সঙ্গে, তবে সই ভাল আছতো?

প্রিয়। শ্রীচরণে যেমন রেখেচো?

রাজী। (প্রিয়নাথের নিকটবর্ত্তী হইয়া) হ্যা! হ্যা! হ্যা! সই তুমি বড় রসিকা, তোমার কোকিল গঞ্জিনী স্বর শুনে আমি বড় সুখি হয়েছি। তবে আজ কি মনে করে?

প্রিয়। (মৃদুস্বরে) তোমার পাদপদ্ম দর্শন কোর্তে।

রাজী। এঁ হে! হে! হে! তার জন্যে এতদূর কষ্ট কোরে আসা, বোলে পাঠালেইতো হুজুরে হাজির হোতেম্।

প্রিয়। তোমরা হোচ্চো জমীদার মানুষ, তোমাদের কি ও কথা বলা যায়?

রাজী। জমীদারই হোন, আর রাজা রাজ্ড়াই হোন, মেয়ে মানুষের হুকুম বদ্ করেকে? এঁ হে! হে! হে! তা বলি কি যদি অনুগ্রহ করে দেখ্তে এসেছ তবে ঘোম্টার ভিতর কেন? ঘোম্টা দিয়ে কি দেখ্তে পাবে?

প্রিয়। আমি সব্ দেখ্তে পাচ্চি। তোমার গোঁপ্ জোড়াটী পর্য্যন্ত দেখ্তে পাচ্চি।

রাজী। (গোঁপে তা দিয়া) বটে, বটে, তা আমি তো মার শ্রীমুখ দেখ্তে পাই কৈ?

প্রিয়। তোমার চোকের যুৎ থাকে তো দেখনা কেন? তুমি তো আপনিই ও কথা বলেছ।

রাজী। কি জান কথার কথা বোল্তে হয়। আমাদের কি আর চোকের যুৎ আছে? চোকের মাথা খেয়ে বসে আছি? চোক্ কি আর আছে? চোকে যে চাল্সে ধোরেছে। তা তুমি ঘোম্টা টেনেফেলে দাও, আমি তোমার চন্দ্র বদন খানি একবার নিরী-

ক্ষণ কোরে দেখি, আর্ খুল্‌তে লজ্জা হয়‚তো বল আমি লজ্জা ভেঙ্গে দিই—(তদ্রূপ করণ)।

প্রিয়। ছি ওকি ভাই, কি করো, আমি সইকে বোলে দেবো (পলায়নোদ্যত)।

বাজী। (সভয়ে) সই তুমি রাগ্ কোরনা। আমার মাতা খাও যেও না। আমি আর অমন্ কর্ম্ম কোর্‌বোনা।

(তাম্বুলহস্তে হেমাঙ্গিনীর প্রবেশ)

হেমা। ওকি সই উঠ্‌লে যে?

প্রিয়। সয়ার জন্যে; উনি ভাই আমায় ধোরে বেআব্রু কোর্ত্তে চান্, পরের বউঝির প্রতি কি এম্নি করা উচিত। আমার সোয়ামী শুন্‌লে বলবেন্ কি?

হেম। (সহাস্যে) হাঁ কর্ত্তা তোমার এই কায? বেশ্ বেশ ভাল রঙ্গ শিখেছ।

বাজী। (সভয়ে) এঁ—এঁ—না প্রেয়সী আমি তোমার পায়ে হাদ্দে দিব্বি কোর্ত্তে পারি। আমি ওকে কিছুই বলিনি, কেবল ঘোম্‌টা খুল্‌তে চেয়ে ছিলেম্।

হেমা। এইজন্যে সই তুমি উঠ্‌ছিলে, উনিতো তোমায় বেআব্রু করেন্‌নি।—

প্রিয়। আমি ঠাট্টা কচ্চি? তার জন্যে নয়। রাত্ ঢের হোয়েছে, তোমার সয়া মনে কোর্‌বেন্ কি?

হেমা। (হাসিতে হাসিতে প্রিয়কে ধরিয়া) মনে আর কোর্‌বেন্ কি? তুমি তো আর জলে পড়োনি? সইয়ের বাড়ীতে এসেছো। তা কর্ত্তাকে একটা গান্ শুনিয়ে দাও? তারপর যেও এখন, (কর্ত্তার প্রতি) কর্ত্তা তুমি সইয়ের গান শুনেছ——

রাজী। কৈ, না, আর শুন্‌বোই বা কেমন্ কোরে? উনি যে রেগেছেন্, তা গাইবেন কি না, বোল্‌তে পারিনে?

প্রিয়। তুমি ভাই আমায় রাগ্‌তে দেখ্‌লে কিসে?

রাজী। হাঁ ভাই, তাইতো বলি, তুমি রাগ্‌বেই বা কেন? আমিতো কিছু করিনি। আর তুমিতো তেমন্ মানুষও নও, তা একটা গাও।—

হেমা। পান্ খাও কর্ত্তা, সই ধর ভাই—(তাম্বুল প্রদান)।

প্রিয়। কি গাইবো ভাব্‌চি—

রাজী। তোমার যা ইচ্ছে গাও।

প্রিয়। আচ্ছা।

গীত।

সিন্ধু ভৈরবী--আড়াঠেকা।

প্রাণ সঁপে কি লাঞ্ছনা ঘটিল মোরে বলনা।
আগে না ভাবিয়ে পরে, হোল একি যন্ত্রনা॥
প্রথমে নিরখি যাঁরে, ভাসিলাম সুখনীরে।
বাঁধি তারে প্রেমডোরে, হোলো কলঙ্ক রটনা॥

যাহার প্রেমের লাগি, হইলাম সর্ব্বত্যাগী।
সে করিল দুঃখভাগী, করিয়ে মোরে ছলনা ॥
শয়নে স্বপনে যারে, সদত ভাবি অন্তরে।
সেতো নাহি ভাবে মোরে, নাহি যে তার ভাবনা ॥

রাজী। বাহোবা, বেশ্ বেশ্; সই তোমার আওয়াজ্‌টি যেন সানায়ের মতন।

প্রিয়। তুমি একটী গাও ভাই—

রাজী। অবশ্য গাইবো, একটা নিধুর টপ্পা গাইবো না। টপ্পার এ সময় নয় অন্য কিছু গাই—

গীত।

বেলা গেল সন্ধে হলো, মুদ্‌লো কমলিনী।
আর আকাশপরে, চাঁদে হেরে, হাঁস্‌ছে কুমুদিনী ॥

তারপর কি আর মনে পোড়্‌ছেনা যে, দুর হোক্! এগানটা আমার ভাল মনে নেই, একটা খেম্‌টা গাই।

প্রিয়। সেই ভাল, তবে তাই গাও—

রাজী। এই রাধিকার প্রতি বিন্দাদূতী কি উক্তি কচ্চেন তা শোন।

গীত।

বিনোদিনী রাধে আর ভাবনা কি তোমার।
ওই যে শ্যাম্ বাজায় বাঁসি কদমতলে চমৎকার ॥

এস রাই কুঞ্জবনে কেলি কোরবে দুইজনে।
দেখবে সব গোপীগণে, যুগল রূপের কি বাহার ॥
চন্দ্রাবলী কাঞ্চনমালা, উভয়ে গাঁথ্‌বে মালা।
দুজনে কোর্‌বে খেলা, ঘুচ্‌বে আমাব মনের আঁধার ॥

প্রিয়। এযে বেশ্‌ গান্‌টী, কোথায় পেলে? আর তোমার গলাটীও বেশ্‌।

রাজী। এটী আমার নিজের ভণিতা, আর গলার কথা যদি বল্যো তবু আজ গলাটা ধরে রোয়েছে, আজ্‌ তিন দিন্‌ ধোরে গলায় কফ্‌ বোসেছে—

প্রিয়। (হেমাঙ্গিনির প্রতি) তবেভাই এখন আমি চল্লেম।

রাজী। আরে আজ্‌ থাক। এত রাত্তিরে যাবেকোথা? শোয়ারী পাওয়া যাবেনা।

হেমা। ওঁর শোয়ারি খিড়্‌কির দোরে আছে, উনিকি রাত্তিরে থাক্‌তে পারেন? ওর সোয়ামী ঘর বার কেচ্চেন। তুমিকি আমায় ছেড়ে একদণ্ড থাক্‌তে পার।

রাজী। তা বটে বটে। তবে আর থাক্‌তে বোল্‌তে পারি না?

হেমা। সই এসো তোমাকে খিড়কি পর্য্যন্ত রেখে আসিগে?

রাজী। আমি ও যাচ্চি চলো।

হেমা। না—না রাত্তিরে তোমার আর নিচেয় নেবে কায নেই——

প্রিয়। চল্লেম্ ভাই—(প্রিয় ও হেমাঙ্গিনীর প্রস্থান)

রাজী। মেয়েমানুষটা হাতে বহরে খুব্ আছে, রসিকাও বটে। তবে কিছু লজ্জাশীলা মুখ্‌খানি কিন্তু দেখ্‌তে পেলেম না, আর দুদণ্ড বোস্‌লে ঘোমটা খোলা-তেম তবে ছাড়্‌তেম্।

(হেমাঙ্গিনীর প্রবেশ)

রাজী। তোমার সইকে রেখে এলে?

হেমা। আমি আর গেলেম্ কৈ তুমি যে তাড়া লাগালে, কাজেই ফুলমণিকে সঙ্গে দিলেম। (আঁচল্ পাতিয়া শয়ন)

রাজী। শুলে যে, বলি কাছে এসে বোস, দুটো কথা বার্ত্তা কই—

হেমা। বড় ঘুম্ ধোরেছে আর উঠ্‌তে পারিনে। তোমার কথা কয়ে কি আর আশ্ মেটেনি, তা বিশেষ কথা যদি কিছু থাকে তো বল, আমি শুয়ে শুয়ে শুন্‌ছি—

রাজী। না—এমন কিছু বিশেষ কথা নেই—। তবে একটা কথা আছে—আজ্ দু তিন দিন্ ধোরে বোল্‌বো বোল্‌বো মনে কচ্চি কিন্তু ভয়ে বোল্‌তে পাচ্চিনে।

হেমা। কেন আমি কি বাগ্ না গণ্ডার যে খেয়ে ফেল্‌বো?

রাজী। তার জন্যে বল্‌চিনে, কিন্তু পাছে তুমি রাগকর, সেই ভয়।—

হেমা। রাগ্ করবার কথা হলে কেনা রাগ্ করে ? তা কি কথা জান, তোমায় বোল্‌তেই হবে। (গাত্রোত্থান ও পার্শ্বে উপবেশন)

রাজী। না না (হাস্য) সেকথা তোমার শুনে কাল্‌নেই।

হেমা। তাকি হয় ? আমার মাতা খাও বল্‌তেই হবে ?

রাজী। নিতান্তই বল্‌তে হবে ? তবে বলি শোন— কি জান প্রিয়ে এই লোকে বলে তুমি নাকি আমায় ভাল বাসনা—

হেমা। আমরি মরি ; কি কথাই বল্লেন্ ? লোকে বলে আমি তোমায় ভাল বাসিনে। আমি কি তোমায় ভাল বাসি ? আর এওকি কথা ? লোকে যদি বলে কাগে তোমার কান্‌টা কেটে নেগেলো, তা লোকের কথা শুনে কাগের পোঁদে পোঁদে দৌড়ুবে, কি আপ্‌নার কানে হাদ্দে দেখ্‌বে ? আর লোকেইবা এমন্ কথা বোল্‌বে কেন ? লোকে কিছু আর দেখ্‌তে আসিনি—যে আমি তোমায় ভাল বাসি কি না —এ তোমারই কার্‌সাজি, এ তোমার বানান কথা। তা ভাইআমি কি তোমায় ভাল বাস্‌তে পারি ? যে তোমায় ভাল বাসে তারই কাছে যাওনা কেন ? আমায় আর কেন বাক্য যন্ত্রনা দাও ? আমি কাল্‌ই বাপের বাড়ী চোলে যাবো, যে তোমায় ভাল বাসে তাকে নিয়ে থেকো——

রাজ্ঞী। প্রেয়সী তুমি রাগ্ কোরেনা ভাই,—আমি যথার্থ বল্‌চি লোকের মুখে, শুনেছি এ আমার বানান কথা নয়। আমি কি মিছে কথা বল্‌চি? না আমি তোমাব সাম্‌নে মিছে কথা কই? আমি কি লোকের কথায় বিশ্বাস করি? তবে রহস্য চ্ছলে বল্যেম্, তা নইলে এই যে কত লোকে কত কথা বলে, আমি কেবল্ কান্ পেতে শুনি—একতিল্ বিশ্বাস করিনে।

হেমা। শুনি শুনি, আবার কি বলে শুনি।

রাজ্ঞী। কত লোকে কত বলে,তা আমি কি এমুনি কান্ পাত্‌লা, যে যা শুনবো তাই বিশ্বেস্ কোরবো। কেউ বলে তোমার স্ত্রীটে ভাল নয়, কেউ বলে তোমার স্ত্রীর রীৎ বড় ভাল নয়,আবার কেউ বলে—

হেমা। (কপট দুঃখে) আর্ না আর্না ঢের হয়েছে, ওমা কি ঘেন্নার কথা! কি লজ্জা ছি ছি ছি!—ও অভা-গ্‌গির দশা, ও আমার পোড়া কপাল্! ও কর্ত্তা তুমি খেপেছ নাকি? অম্লান্ মুখে বল্‌লে, যে লোকে বলে আর তুমি কান্‌পেতে শোন। তুমি না জমীদার? তুমি না গাঁয়ের মোড়ল্? তুমি শোন আর চুপ্ কোরে থাক? তোমার একটু লজ্জা নাই? শরীরে একটু রাগও নাই?

রাজ্ঞী। (ঈষৎ কোপে) আমি আর কি কোরবো বল?

আমি কি এই তুচ্ছ কথা নিয়ে ঝকড়া কোরবো! আমার কি আর তখনকার মত বল শক্তি আছে? আমি যে বুড়ো হয়েছি, আর আমি কার মুখে হাত্ দেবো! পাঁচ জনে পাঁচ্ কথা কয় তা আমিকি করি বল? এ এক্‌বার এক্ কথা বলে, ও এক্‌বার এক্ কথা বলে, কাজেই পাঁচবার বোল্লে মনে ও যে একটু সন্দেহ হয়। তুমি তো বুঝ্‌তে পার্?——

হেমা। (কপট দুঃখে) ওমা কোথাযাবো! ছি ছি ছি— ও আমার্ কপাল্। কি ঘেন্না! বলেন্ তুচ্ছ কথা— পরিবারের অপকলঙ্ক বুঝি তুচ্ছ হলো? আবার বলেন্ সন্দ হয়? এই বল্লেন্ বিশ্বাস হয় না? এক্-মুখে দুকথা, যদ্ ধুর মুখ তদ্দ্‌ুর কথা। মুখে একটু লাগাম্ নাই? যা মনে আস্‌ছে তাই বোল্‌চে? হা অদৃষ্ট! ভাতারের মুখে এতো খোয়ার। হা বিধাতা! তুমিআমায় এই হাবাতে বুড়োর হাতে কেন দিয়েছিলে? ওমা—মা—(কল্পিত রোদন) তুমি কেন আমায় নুন্ খাইয়ে মেরে ফেল্লেনা—এত লাঞ্ছনা, এত অপমান্। আমি আর এপ্রান রাখ্-বোনা। আমি এখনই গলায় ছুরি দেবো। হেমা পৃথীবি, তুমি দোফাল্ হও আমি তোমার ভিতর সেঁদুই! হায়! হায়! হায়! আমি কি কুক্ষণেই জন্মে ছিলেম্ —(ভূমে পড়িয়া রোদন)

রাজী। (ক্ষণেক স্তম্ভিত থাকিয়া সকাতরে) প্রেয়সি! তুমি আমায় ছেড়ে যেওনা, আমায় হাটের হাবাতে কোরোনা। তোমা বই আর আমার কেউ নেই, আমি তোমাবই আর কাকেও জানিনে; আমার মাতা খাও রাগ্ কোরোনা। (করযোড়ে) আমায় ক্ষমা কর, আমার কিছু মাত্র সন্দেহ হয়নি ভুলে মুখ্‌দে বেরিয়ে গেছে? আমি দিব্বি করে বোল্‌ছি, আর কারো কথা বিশ্বাস কোর্‌বোনা। যদি কেউ কিছু বলে তো তার মাতা নেবো। আর ভবিষ্যতে যদি আমি কোন কথা বলি তখন যাইচ্ছে তাই কোরো, এযাত্রা আমায় কিছু বোলোনা।——(চরণে পতন)

হেমা। আর তোমার কাঁদুনি গেয়ে কাজ্‌নেই—ঢের হয়েছে?

রাজী। প্রিয়ে আমি তোমার পায়ে হাদ্দে শপথ্ কচ্চি, আর তোমায় কিছু বোল্‌বোনা। তুমি তো জান আমি তেমন্ মানুষ নই, আমি কখন মিছেকথা কইনে, আর আমি তোমায় তো কখন কিছু বলিনে।

হেমা। তুমি যেমন এক্ কথার মানুষ বেশ্ জানা আছে। এই ছমাস্ ধোরে রভন্ চুব্ গড়িয়ে দিচ্চো—

রাজী। (স্বগতঃ) আঃ! বাঁচ্‌লেম! ঘাম্ দিয়ে জ্বর ছাড়্‌লো। (প্রকাশ্যে) প্রিয়ে কি জান নানান্ ঝন্‌ঝটে ওটা

আমার মনে ছিলোনা। তা আমি এই বল্‌চি কাল্‌ আমি প্রজাদের তদারকে যাবো। যে টাকা পাবো সেই টাকায় তোমার রতন চুর্‌ গড়িয়ে দেবো। তা তুমি এখন সদয় হলে বাঁচি।

হেম। নোও আর ন্যেকামিতে কাজ্‌নেই (প্রস্থানোদ্যত)

রাজী। (উঠিয়া) ওকি প্রিয়ে কোথা যাও কোথা যাও।

হেম। বাইরে শুইগে, ঘরে বড় গর্ম্মি——

রাজী। তবে আমি ও যাই—

(উভয়ের প্রস্থান)।

তৃতীয়াঙ্ক।

—০—

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

রাম। (দ্বারে দাঁড়াইয়া) কই কাকেও যে দেখিনে, বিদেশী ও আসেনি গাঙ্গুলি মশাই ও আসেন্‌নি। (নেপথ্যে অবলোকন করিয়া) এই যে ফুলমণি আস্‌চে আজ্‌কের সংবাদটা কি শুনি—

(ফুলমণির প্রবেশ।)

ফুল। তবে ঠাকুরপো ভাল আছতো, আজ্‌ যে বড় সকাল উঠেছ

রাম। আরে কেও ফুলমনি যে, পুর্ব্বের চাঁদ যে পশ্চিমে, তবে ফুলমনি ঠাকুরপোকে এত দিনের পর মনে পড়েছে? এখন আর তোমার দেখা পাবার যো নাই। শনিবার দিন তোমায় কত খুঁজ্‌লেম্‌ তা পেলেম্‌ না?

ফুল। (সকৌতুকে) পাওনি? সে হয়েছে ভাল, শোন্‌ মঙ্গল বারে তুমি পেলে কি রক্ষে আছে ভাই? (উচ্চ-হাস্য) ঠাকুরপো তা বল্‌বে বটে; আমি তো ভাই রাত্‌ দিন্‌ তোমায় মনে কচ্চি, নিত্যই তোমার তত্ত্ব নিচ্চি, তোমারই ভাই দেখা মেলা ভার্‌, তুমি ভাই ডুমুরের ফুল হয়েছ। আর ভাই আমায় দেখ্‌লেই বা কি হবে। ফুলমণির কি আর সেকাল আছে, এখন তিন্‌ কাল গিয়ে এক্‌কালে ঠেকেছে। এখন যাদের দেখলে প্রাণ ঠাণ্ডা হবে তাদের দেখাই দেখা।

রাম। কেন ফুলমণি, আজ যে বড় নূতন কথা শুন্‌লেম্‌? অলি কি কমলিনীকে দেখ্‌তে পারে না? চন্দ্র কি কুমুদিনীকে ভাল বাসে না? এবড় আশ্চর্য্য কথা!

ফুল। এর আর নতুন কি? অলি কমলিনীকে দেখ্‌তে পারবেনা কেন? যদ্দিন পর্য্যন্ত কমলে মধু থাকে তদ্দিন পর্য্যন্ত ভ্রমর প্রেমে বদ্ধ থাকে। কমল শুকোলেই ভোম্‌রা ছুটে পালায়। পুরুষ আর ভ্রমর, এ দুই সমান, তা ভাই ফুলমণির ফুলে কি আর

মধু আছে? যে ঘন ঘন দেখা দেবে। ফুলমণির যৌবন ফুল মুদিত হোয়েছে; আবার যদি ফিরে যৌবন আসে তখন ও কথা বল্লে সাজে, এখন যা বল তা কথার কথা।

রাম। ফুলমণি তুমি একজন কবি হয়ে দাড়ালে। তা ভাই তুমি কি আমায় অবিশ্বাস করো। তুমি জান আমি তোমায় প্রাণের সহিত ভাল বাসি?

ফুল। কথায় তো বল কিন্তু কাজে পোড়ায় কৈ? খালি আশা দিয়ে টেলে রাখ্‌ছো বইতো নয়। কাজের বেলাই পেছোও।

রাম। আশায় থাকাই ভাল, হলোত ফুরিয়ে গেল। তুমি কি ভেবেছ আমি নিশ্চিন্ত আছি, আমি মনোরথ পূর্ণ করবার যোগাড় দেখ্‌ছি, কিন্তু সুবিধে প্যাচ্চিনে। তবে এখন আছ ভাল?

ফুল। আর ভাই আমার ভাল মন্দ, তুমি ভাল থাক্‌লেই ভাল, তা ভাই আমি একটা বলি, বলি আজ্‌ তো বেশ্‌ সুবিধে আছে, আজই চলনা কেন? আজ্‌ কর্ত্তা বাড়ী থাক্‌বেন না।

রাম। তবেত খুব্‌ সুবিধেই হয়েছে, আচ্ছা, আজ আমি যাবোই যাবো।

ফুল। দেখো যেন ভুলনা, তোমার যে ভোলামন্‌। ঠিক ১১ টার সময় যেয়ো।

রাম। আরে একি ভোল্‌বার কথা, এখন অবধি আমার মনটা চঞ্চল হোয়েছে। তবে এত সকালে কোথা চলেছ?

ফুল। একটু বিশেষ বরাৎ আছে। তা তোমায় বল্‌তে কি, তুমি তো আর কারেও বল্‌তে যাচ্চোনা। এই প্রিয় বাবুর কাছে যাচ্চি; আজ আমাদের বাড়ীতে বড় ধূম। তাই নিমন্ত্রণ কর্ত্তে যাচ্চি।

রাম। তুমি খেপেছ, একি কাকেও বল্‌বার কথা? আমি তো ছেলে মানুষ নই যে, যাকে তাকে বোলে ব্যাড়াব! আচ্ছা, একটা কথা বলি, ভাল তোমাদের গিন্নির কি একাজ সাজে? তিনি গৃহস্থের মেয়ে, গৃহস্থের বউ, তাতে স্বামী বর্ত্তমান! এযে ঘৃণার কথা! তুমি ভাই তাঁকে বুঝিয়ে সুজিয়ে ক্ষান্ত দিতে বল। তোমা হতেই তো সব্ যোগাযোগ্ হচ্চে।

ফুল। ভাই! অমৃতে কি কার অরুচি হয়? দিদিঠাক্‌রুণের সমত্ত্ব বয়েস্, ভরা যৌবন, এখনতো ও সক্ হবেই, আর ঐতো জরাজীর্ণ স্বামী, অমন স্বামী থাকায় আর না থাকায় সমান। "বানরের গলায় কি সোনার হার সাজে"।

রাম। আচ্ছা! প্রিয়নাথ কি রোজ আসে?

ফুল। না—না—সবে এই দুদিন যাতায়াত কচ্চে বইতো নয়!

রাম। কাল্ এসেছিলো ?

ফুল। কাল্‌কের কথা আর জিগ্‌গেস্ কোরোনা, কাল ভারি মজা হোয়েছিলো, দিদি বাবু কাল প্রিয়নাথকে নিয়ে আমোদ আহ্লাদ কোচ্চেন্ এমন সময় কর্ত্তা এসে পোড়লো। দিদি বাবু খুব্ চতুরা নাকি; অম্নি তাকে মেয়ে সাজিয়ে আপনার সই বোলে পরিচয় দিলে; শেষ ভারি রঙ্গ বেধে গ্যেলো।

রাম। তবেতো কাল্ ভারি মজাই হোয়েছিল ?

ফুল। হাঁ ভাই—(নেপথ্যে বিদেশীকে দেখিয়া) তা এখন চল্লেম্।

রাম। আচ্ছা এসো—(ফুলমণির প্রস্থান) তাইতো কি ভয়ানক কথা ! ! ! শুনে আমার হাতপা পেটের ভিতর সেঁদিয়ে গ্যেছে। রাজীব গাঙ্গুলি কি একেবারে অন্ধ হযেছে। ছি ছি, অমন কাপুরুষ তো দেখিনি; অথবা "বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা" হলে এরূপ হোয়েই থাকে। ফুলমণিটা কাল্ সাপিনী, ও হতেই সংসারটা ছারে খারে গ্যেল; নতুবা গৃহস্থের বউ কি সহসা একাজে প্রবৃত্ত হতে পারে ? যাহোক্ আমার আর নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নয়! অনেকেই কাণাকানি কোচ্চে; সীধুবাবুও জেনেছেন্, রঘুনাথ বিশ্বাস ও জান্‌তে পেরেছে। যাহোক যাতে সংসারটা বজায় থাকে, আর

কলঙ্কটা দেশরাষ্ট না হয় আমায় সেটা কোর্ত্তে হোয়েছে।

(বিদেশীর প্রবেশ)

বিদে। নমস্কার মশাই! (রামকান্তর প্রতিনমস্কার) জমীদার মশাইয়ের সঙ্গে কি আপনার সাক্ষাৎ হোয়েছিল?

রাম। কাল রাত্রে তিনি আমার এখানে এসেছিলেন, কিন্তু তিনি পাঁচিশ্ টাকার ঊর্দ্ধ দিতে চান্না।

বিদে। তিনি হচ্চেন জমীদার তিনি পাঁচিশ্ টাকা দিতে কাতর হন? কিন্তু তাঁর দাসী, সে আমাকে এক্শত টাকা দিতে স্বীকৃত হোয়েছে?

রাম। সে কিরূপ্? এযে অতি অসম্ভব কথা। (উভয়ের উপবেশন)

বিদে। আজ্ঞে কাল আমি নিজেই জমীদার মশায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ কোর্ত্তে যাই। তখন তিনি বাড়ীছিলেন না, তাঁর বাড়ীর দাসী, অবশ্য সামান্য দাসী নয়, আমাকে সব জিজ্ঞাসা কল্যে, শেষ বল্যে কি আপ্‌নি কাল্ এমনি সময়ে খিড়্কিদোরে আস্‌বেন্, আমি আপনাকে একশত টাকা দেবো।

রাম। দেখো তোমার আর সেখানে যাওয়া উচিত নয়। তুমি যখন আমায় সুপারিস্ ধরেছ, তখন যা পাও

তাই ভাল, তুমি নিজে তাঁর পরিবার কিম্বা দাসীর কাছে যাচিঞা কোরেছ একথা শুনলে তিনি অত্যন্ত কুপিত হবেন।

বিদে। আজ্ঞা আমি আর সেখানে যাবনা, যেরূপ ভাবগতিক্ দেখলেম, তাতে বোধ হলো স্ত্রীলোকটার রীত চরিত্র ভাল নয়।

(রাজীব গাঙ্গুলীর প্রবেশ)

রাজী। ওহে রামকান্ত। বলি কি হচ্চে?

রাম। আরে দাদা যে, এস এস বোসো।

রাজী। হাঁ বস্‌ছি। একবার তামাক খেতে এলেম্, (বিদেশীর প্রতি চাহিয়া) ইনি কে?

রাম। ইনিই সেই কন্যাভারগ্রস্থ ব্যক্তি। ওরে রামা তামাক্ দেরে।

রাজী। কেন ওঁর কথাতো আমি বোলেই দিয়েছি। আমি পঁচিশ টাকা দেবো।

বিদে। মহাশয় একি আপনার মত ব্যক্তির উপযুক্ত দান?

রাজী। কেন হে বাপু আমার মত ব্যক্তির কি হয়েছে! চার খানা পা হোয়েছে, না চার খানা হাত হোয়েছে—(রামার তামাক লইয়া প্রবেশ ও রাজীবকে দিয়া প্রস্থান)

বিদে। আজ্ঞে তা বল্‌ছিনে, বলিকি আপনারা হচ্চেন ধনি মানুষ, হাত ঝাড়্‌লে পর্ব্বত। মনে কল্লে অনায়াসেই দুদশ টাকা বেশী দিতে পারেন, বিবেচনা করুন, যখন আপনার দাসী ১০০ টাকা দিতে উদ্যত তখন আপনার কি এদান্ শোভা পায় ?

রাজী। অঁ্যা অঁ্যা অঁ্যা—আ—আমা—র দাসী—ফুল মণি—একথাই নয়। সে তোমায় ভোগা দিয়েছে।

বিদে। আজ্ঞে আমি মিছে বল্‌ছিনে।

রাজী। তুমিতো মিছে বোল্‌ছোনা সত্য, কিন্তু সে তোমায় মিছে কথা বোলেছে, তুমি সেখানে আর যেওনা, আর ওকথা মুখে এনোনা। এই নাও এই পঞ্চাশ টাকা নেযাও। আমাকে আর বিরক্ত কোরোনা।

বিদি। (অর্থগ্রহণ) আজ্ঞে না আমি আর সেখানে যাবনা তবে এখন আমি—(নমস্কার) (প্রস্থান)

রাজী। হ্যঁা দ্যাখো রামকান্ত তোমাকে একটা কথা বলি, তুমি যে ভাই যাকে তাকে সুপারিস্ করো সেতো বড় ভাল নয়। টাকা উপার্জ্জন করায় কত কষ্ট তাতো জান ? মাতার ঘাম্ পায়ে পড়ে তবে একটা পয়সা পাওয়া যায়। অত কষ্ট কোরে রোজ্‌কার কোর্‌বো আর যত শালা এসে ভাগ বসাবে। কেউ বল্‌বে বাবা, আমার গরু হারিয়েছে, আবার কেউ বল্‌বে বাবা, আমার বাবা হারিয়েছে, কোন শালা

বল্‌বে আমি কন্যাভার গ্রস্থ ব্যক্তি, আরে মর্ শালা যখন কন্যার জন্ম দিয়েছিলি, তখন কি আমায় জানিয়েছিলি। আর এমন কল্লে কাঁহাতক পেরে ওঠা যায়। তা দেখ রামকান্ত তুমি আর যাকে তাকে সুপারিস্ কোরোনা।

রাম। ওহে গাঁয়ে একজন বড় লোক্ থাক্‌লে দশজন এসে ধরে। তবে ভায়া আজ সাজ গোজ করে এত সকালে কোথা চলেছ?

রাজী। একবার প্রজাদের তদারক কর্ত্তে যাবো।

রাম। আস্‌বে কবে? আর বাড়ীতেই বা রৈল কে।

রাজী। বাড়ীতে আবার থাক্‌বে কে! আমিত আর পরিবার নিয়ে যাচ্চিনে, কাল সকালেই চলে আস্‌বো বাড়ীতে নায়েবগোমস্তা রইল, গৃহিণী রইল, দাসীরা রইল, পাক পাহারা রইল।

রাম। তোমার আজ কাল আর কোথাও যাওয়া ভাল দেখায় না। তোমাকে না আমি খুব সাবধানে থাক্‌তে বোলেছিলেম্? সে দিনকার কথা কি তোমার মনে নাই?

রাজী। আরে যাও২ সে কথা আর তুলোনা, তার জন্যেই না এত কর্ম্মভোগ। সাবধানে আমি খুবই ছিলাম্। শেষে বাড়াবাড়ী কোর্ত্তেগিয়ে বিষম্ বিভ্রাটে পোড়্‌লেম্। তোমার কথা শুনে অবধি কি আমি নিশ্চিন্ত

ছিলাম। রোজই মনে তোলা পাড়া করি, শেষ কাল মনে কল্লেম্ যে, আজই সন্দের সময় প্রেয়সীকে বোল্‌বো। যখন কাল তোমার এখান থেকে উঠে গেলেম্, গিয়ে দেখি যে, প্রিয়ের সই এসেছে, তখন আর কিছু বোল্‌তে পারল্লেম্ না। তার পর যখন সে চলে গেল; ঠিক্ শোবার সময় প্রেয়সীকে দুটো কথা মিষ্টিং করে বল্যেম। বল্যে না প্রত্যয় যাবে, ঐ কথা বল্‌বামাত্র সাপের লেজে পাঁদিলে সাপ যেমন গরজাতে থাকে, প্রেয়সী তাই না শুনে রাগে ফূল্‌তে লাগলেন্, আমাকে যাইচ্ছে তাই শুনিয়ে দিলেন্। আমি তো দেখে শুনে হতভম্ব। হোয়ে গেলেম, শেষ কত কোরে পায়ে হাতে ধোরে ক্ষান্ত কল্যেম। আর দিব্বি দিলেসা কোরে বোল্যেম যে, " প্রিয়ে ভবিষ্যতে কেউ যদি তোমার সম্বন্ধে কোন কথা উত্থাপন করে তাকে আমি যথোচিত প্রতিফল্ দেবো।"

রাম। তবে ভাই, আজ আমার এ কথা উত্থাপন করা অতি গর্হিত হয়েছে, আমি———

রাজী। চাটুয্যে তুমি কি রাগ কল্লে ভাই?—আরে মেয়ে মানুষকে কি বোলে বোঝাই বল? তুমি হচ্চ আমার বন্ধু তুমি যদি আমায় ভালমন্দ উপদেশ না দেবে তো দেবে কে?

রাম। না আমি রাগ কোর্ব্বো কেন বল ; তুমি না রাগ-লেই হলো, আচ্ছা তোমার সইকে কেমন দেখ্‌লে বল ?

রাজী। প্রেয়সীর সইটী রকম সই বটে, মেয়ে মানুষটা হাতে বহরে খুব আছে, আর গোল্‌গালে আঁটা সোঁটা, রসিকাও বটে, তবে কিছু লজ্জাশীলা তাই মুখ্‌খানা দেখ্‌তে পেলেম না। কিন্তু এদিকে কথা বাত্রায় খুব চালাক ?

রাম। মুখ খানা দেখলেই হতো ভাল ?

রাজী। ও কথাটা কেন বল্যে ভাই ?

রাম। বড় দুঃখেই বল্লেম, বলি তুমি কি মানুষ না জানো য়ার ?—হুঁ ! ! ! ওঁর আবার মেগের সই ! আরে সে যে পুরুষ মানুষ ?

রাজী। বলকি চাটুয্যে তুমি খেপেছ নাকি ? না আমার সঙ্গে রহস্য কর্চ্চো। হুঁ ! ! পুরুষ-মানুষ ? আমি স্বচক্ষে দেখ্‌লেম মেয়েমানুষ। কথাবার্ত্তা কইলুন। তাতে ধোর্ত্তে পাল্যেন না। আমি কি কানা নাকি ? এওকি কথা ? তুমি নিশ্চয় খেপেছ।

রাম। আমার খেপ্‌বার দরকার ? তুমিই খেপেছ আবার চোকের মাথাও খেয়েছ ? যদি ঘোম্‌টা খুলে দেখ্‌তে তা হলে সব টের্‌পেতে।

রাজী। বলি এ কথা তোমায় কে বল্যে ?

রাম। যে বলুক্ না কেন? ইটি কিন্তু সত্য কথা।

রাজী। তবু কে বলেছে শুনিনে?

রাম। তোমার বাড়ির লোকেই বোলেছে! ফুলমনি আমায় বলেচে?

রাজী। (সৌৎসুকে) এঁ—এঁ—ফুলমনি, সে তোমার সঙ্গে রহস্য করেছে? সে না তোমায় ঠাকুরপো বলে ডাকে? বোধ হয় সে তোমায় খেপিয়ে গেছ্যে?

রাম। সে আমার সঙ্গে একথা নিয়ে রহস্য কোর্‌বে কেন? আচ্ছা সেই যেন মিছে কথা বোল্লে, তা তুমি দেখ্‌তে চাও কি শুন্‌তে চাও? দেখ্‌লে তো প্রত্যয় যাবে! তুমি জান তোমার বাড়ীতে আজ ভারিধুম, আজ সেই ঘোম্‌টা দেওয়া সই আবার আস্‌বে। আবার ফুলমণির ঘরে আমার নিমন্ত্রণ। তা এসবই কি মিছে কথা?

রাজী। বলকি চাটুয্যে? বলকি? একি সত্য কথা? হায়! হায়! হায়! এযে সকলই সপ্নের ন্যায় বোধ-হচ্চে। চাটুয্যে আমার মাথায় যে বজ্রাঘাত হলো, আমি যে ভাই কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্চিনে। আমি কি সপ্ন দেখ্‌ছি! হায় কি হলো; কি হলো;। হা ভগবান্ কি কল্লে? সর্ব্বনাশী আমার বুকে বোসে দাড়ী ওপ্‌ড়াচ্চে? আর তারই বা দোষ কি

এ আমার কপালের দোষ। চাটুর্য্যে মাতা ঘে ঘুরে গ্যেছে। ফুলমণি বেটাই আমায় মজালে। প্রেয়সী আমার কিছুই জান্তোনা।

রাম। স্থির হও ভাই এত উতলা হোয়েনা। আগে স্বচক্ষে দোখো, ভাল করে প্রত্যয় যাও, তার পর যা হয় বিহিত কর।

রাজীব। দেখ্‌বো কি আর আমার মাথা মুণ্ডু। বিশ্বাস্ না হোলেও হোয়েচে? তুমি কি আর মিছে কথা বল্‌চো। যা বল্‌চো সকলই সত্য। (চিন্তা) ফুলমণি বেটী আমার সর্ব্বনাশ কল্যে? বেটী সংসারটা ছারে খারে দিলে। ঐ বুদ্ধি দিয়ে আমার প্রেয়সীকে খারাপ্ কোল্লে। নইলে প্রেয়সীতো আমার তেমন্ ছিলনা। চাটুয্যে একথা শুনে আমার প্রাণের ভিতরে যে কি কোচ্ছে তা আমিই জানি আর সর্ব্ব শক্তিমান্ ভগবান্ই জা-নেন্। আমি কি কোর্‌বো ভাই? আমার হাত পা পেটের ভিতর সেঁদিয়ে গ্যেছে?

রাম। কাতর হবার ইতো কথা। তা আপাততঃ একটু স্থির হও? এতো উতলার কর্ম্ম নয়! তুমি আজ্ বেরিও না। এই খানেই থাক? তার পর সন্ধের পর সে ব্যেটাকে এক্ চোটে খুব জব্দ কোরে দাও।

রাজী। ভাই আমাতে কি আর আমি আছি? আমার বুক পাঁচ হাত্ দোমেগ্যেছে। আর আমি তাকে কেমন্ কোরে জব্দ কর্‌বো। আমি তার জোরে পারবো কেন? আমার তো আর তখনকার মত বল শক্তি নাই। প্রকাশ্য রূপে মার্‌পিট্ কর্‌বার ও জো নাই? তা হলে আইন্ বিরুদ্ধ কায্ হয়, তুমি ভাই যা হয় একটা বিহিত কর। আমার বুদ্ধি শুদ্ধি সব্ লোপ্ পেয়ে গ্যাছে।

রাম। প্রকাশ্য রূপে মারপিট্ কোনমতেই উচিত হয় না? তা হলে বে আইনি কাজ্ হবে, আর্ লোকেও হাঁস্‌বে। (চিন্তা করিয়া) আচ্ছা রঘুনাথ আসুক তার সঙ্গে পরামর্শ কোরে যা হোক্ একটা স্থির করা যাবে।

রাজী। বলি কি পাঁচুকাণে তোলাটা কি ভাল দেখায়?

রাম। পাঁচুকাণে উঠ্‌তে কি আর বাকি আছে। রঘুনাথ জেনেছে, তোমার আর পক্ষের শালা সিদ্ধেশ্বর জেনেছে। তবে তোমার ভাগ্য ভাল, যে সাধা-রণে আর কেউ টের পায়নি।

রাজী। তুমি যা ভাল বোঝো তাই কর! ভালো সিদ্ধেশ্বর এখানে কোথা থাকে।

রাম। সিদ্ধেশ্বর এখান্‌কার হেড কনষ্টেবল্। সে শুনে পর্য্যন্ত লজ্জায় তোমার সঙ্গে দেখা করে না।

(রঘুনাথ বিশ্বাসের প্রবেশ)

রঘু। খুড়ো মশাই নমস্কার!

রাম। এস এস বাবাজী এসো—বসো। তবে কাল তোমায় দেখিনি কেন?

রঘু। আজ্ঞে কাল্ আমি এখানে ছিলেম না। (উপবেশন)

রাম। আচ্ছা বাবু সেই মোকদ্দমাটার কি হলো?

রঘু। মোকদ্দমা দায়রায় সোপরদ্দ হয়েছে এখন চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয় নাই।

রাজী। আরে দারোগা সাহেব যে! ভাল আছত?

রঘু। গাঙ্গুলি মহাশয় নমস্কার অপরাধ নেবেননা, আমি আপনাকে দেখি নাই, তবে শারিরীক ভাল আছেনতো!

রাজী। কি জান বাবু তোমাদের ভালতেই ভাল। তুমিতো আছ ভাল? পরিবারের কুশলতো?

রঘু। আজ্ঞা হাঁ! আপনার আশীর্ব্বাদে সকলই মঙ্গল? মহাশয়কে এত চিন্তাশীল্ দেখ্‌চি কেন?

রাজী। কি জান বাপু চিন্তা জ্বরো মনুষ্যানাং! ভাব্‌না ছাড়া কে কোথায় আছে।

রাম। গাঙ্গুলি মহাশয় বড় বিভ্রাটে পড়েছেন্, ওঁর সমূহ বিপদ্?

রঘু। বলেন্ কি? আমরা থাকতে ওঁর বিপদের প্রতীকার হবেনা? উনি হচ্চেন বড় লোক্। আমরা প্রাণপণে ওঁর সাহায্য কোর্‌বো।

রাণী। ভদ্রেরতো এই কথাই বটে?

রঘু। কি হয়েছে ভেঙ্গেচুরে বলুন্ দেখি?

রাণী। বাবা আমি বোল্‌তে পারবোনা। এই চাটুয্যে সব্ জানে তুমি ওঁকে জিজ্ঞেস্ করো।

রাম। (ইঙ্গিত করিয়া) আমি সব বল্‌চি এস।

(উভয়ের প্রস্থান)

রাণী। (স্মরণ করিতে করিতে) গুরুসত্য! গুরুসত্য! গুরুদেব তুমিই সত্য, আর সবলই মিছে (স্বগতঃ) আমার এখন পর্য্যন্ত প্রেয়সীর উপর সম্পূর্ণ সন্দ হচ্চেনা। আর এযে না হবারই কথা। তিনিতো আপনার তেমন্ ছিলেন্‌না, ওই বেটাই নাগিন্ মজালে।

(রামকান্ত ও রঘুনাথের প্রবেশ).

রঘু। হয় অনধিকার প্রবেশ বোলে ঠেলে দাও, নচেৎ চোর বোলে গ্রেপ্তার কোরে দাও? কিন্তু কাযটি অতি সাবধানে কর্ত্তে হবে? যাতে অপর লোকে না জান্‌তে পারে। তাহলে গোল্ হোয়ে পড়বে, বড় ঘরের কথা রাষ্ট হওয়া কিছু নয়। আমিও পুলিসের থানে লোক আন্‌বোনা, সেটা ভালও দে-

থায় না, আর তাহলে ছাপাও থাক্‌বেনা ? কেবল আমি আর সিদ্ধেশ্বর আমরা দুজনে গুপ্তভাবে ঠিক ১১টার সময় আসবো—(উপবেশন)

রাজী। তাই কর বাবা তোমার বেটার কল্যাণে শালাকে চোদ্দ বচ্ছর ঠেলে দাও।

রঘু। আপনার কিছুমাত্র ভাবনা নাই। আমি ভাল রূপে শাসিত কোরে দেবো।

রাজী। কিন্তু বাবা আমার গৃহিণীকে কিছু বোলনা, কি জান যদি তিনি বেরিয়ে জান্‌ তাহলে আমাকে আর আমার বোল্‌তে কেউ নাই। বরং দুটো চাট্টে মিষ্টি কথা বোলে বুঝিও। আর ওবেটাকে খুব্‌ ভক্ত কোরো।

রঘু। আমাকে আর বেশী বোল্‌তে হবেনা ? আপনি যাতে সন্তুষ্ট থাকেন্‌ তাই করা যাবে ?

রাজী। তা যদি করো বাবা তা হলে চিরকাল তোমায় আশীর্ব্বাদ কোর্‌বো।

রঘু। যে আজ্ঞে তবে এখন চল্লোম্‌।

রাম। আমরাও উঠি।

(সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

—০—

শয়ন গৃহ।

(হেমাঙ্গিনী তাম্বুল প্রস্তুত করিতে করিতে)

হেমা। মনটায় আজ বড় ফূর্ত্তি হোয়েছে। আজ নিষ্ক-ণ্টকে রাজ্য ভোগ। আজ তবু অনেকটা নির্ভয় হোয়েছি। কিন্তু সেই সকল কথা যখন স্মরণ হয় তখন বুক্‌টা ধড়াস ধড়াস কোরে ওঠে। যদি প্র-কাশ হয় তাহলে মুখ্ দেখান ভার হবে। স্ত্রীলো-কের এর চেয়ে কলঙ্ক নাই। পুরুষ চোর, আর স্ত্রী ভ্রষ্টা বড় বদ্‌নাম। তা কি কোর্‌বো, স্ত্রী জাতির স্বামীই সর্ব্বস্ব ধন; স্বামী যদি মানুষ্ হোতেন তাহলে কি এপাপে প্রবৃত্ত হোতে পারি? মনোমত স্বামী সত্ত্বে কেউ কি আর অপরে অনুরক্ত হয়? আমার মা বাপ যে কি বোলে, এ হাবাতের হাতে সমর্প। কোরেছিলেন্ বোল্‌তে পারি না। এ পাপের ভোগ্ তাঁদেরই। আমার দোষ কি? এমন অবস্থায় কি সুখ্ হয়ে থাকে? তা এখন যদি সুখ্ না হোলো, তাহলে জীবন যৌবন, সকলি বৃথা, এ নারী জন্মই বৃথা হোলো। স্বামী পরম গুরু সত্য। কিন্তু সে কেমন স্বামী, যাকে স্বামী সম্বোধন

কোর্ত্তে ঘৃণা হয়, তাকে কি ভক্তি করা যায়? দুর হোক! আমি আর ওসব ভাবি কেন? আমি বেশ জানচি মন্দ কচ্চিনে, লোকে যা বলুক, কেন পুরুষ যদি পরদার করে তাতে অধর্ম্ম নেই, স্ত্রীলোকের বেলাই যত দোষ, স্ত্রীলোকের কি মন নাই ইন্দ্রিয় নাই।

(ফুলমণির প্রবেশ)

ফুল। (সড়কী রাখিয়া) ভ্যালা যাহোক্ খুব বুদ্ধির জোর বটে? কালতো কর্ত্তাকে দেখে আমার আক্কেল গুড়ুম্ হোয়েগেচলো। তা এমন্ নইলে আর মেয়ে মানুষ। খুব বাহাদুরি বটে।

হেম। আমার আর বাহাদুরি কি বোন্? তুইতো আমার শিক্ষাগুরু।

ফুল। এখন তুমি গুরুর গুরু হয়ে দাঁড়িয়েচ, আমাদের আজও অতদুর বুদ্ধি হয়নি।

হেম। বল্‌বি বটে; ন্যকা কি না? রাধামাধব! তোর কি আর বুদ্ধি আছে তুইতো হাবা মেয়ে মানুষ।

ফুল। যাগ্‌গে ওকথায় আর কাম্‌নেই; এখন এরা আস্‌চে না কেন?

হেম। এখনো রাত্ হয়নি—(বাটার বাটী দেখিয়া) কই ফুলমণি মস্‌লা আনিস্‌নি?

ফুল। হ্যাঁ এনেছি বৈকি, দেখ দেখি ?

হেমা। কৈ না তুই ভুলে গেছিস্ ; যা ভাই শিগ্‌গির কোরে নিয়ে আয়। (ফুলমণির প্রস্থান)

হেমা। আহা ! ফুলমণি চলে গেল, জল খাবার আনান হয়েছে কি না জিজ্ঞেসা কর্ত্তে ভুলে গেলেম্ ! আর নফর সর্দ্দারকে আজ্ খিড়্‌কিতে থাক্‌তে বোল্‌লে ভাল হতো, শ্যাম বাবু যদি আসেন তাহলে তাঁকে বাড়ী পৌঁছে দেবে কে ?

(ফুলমণির প্রবেশ।)

ফুল। এই নাও ভাই।

হেমা। হঁ ফুলমণি জল খাবার আনান হয়েছে ? আর সর্দ্দারকে—

ফুল। সব হোয়েছে কিছু বাকি নাই।

হেমা। ফুলমণি আমি তোর ধার কোন মতে শুধ্‌তে পার্‌বো না। তুই মনের কথা টেনে বার করিস্।

ফুল। তা যাহোক দিদি বাবু আজ্ আমি আপ্‌নার ঘরে গে শোবো।

হেমা। কেন্‌লো কেন্‌লো আজ কি হোয়েছে ?

ফুল। জাননা কি ? আজ যে সেই অপদার্থটা আস্‌বে।

হেমা। বলিস্ কি ? সত্যি সত্যিই ফাঁদে পা দিয়েছে। ওটাকেই আমার বড় ভয় ছিল।

ফুল। ফাঁদে আবার পা দেবেনাতো যাবে কোথা। ঠিক ১১ টার সময় আসবে।

হেমা। তবে আর কি এঁরা এলে পরে, তুই তামাক টামাক দিয়ে যাস্ এখন!

ফুল। আচ্ছা তাই হবে!

(প্রস্থান)

(অপরদিক্ দিয়া প্রিয়নাথ ও শ্যামাপদের প্রবেশ)

প্রিয়। হুজুর সেলাম (শ্যামাপদের হাত ধরিয়া) এই তোমার শ্যামসুন্দর কে মথুরা থেকে ধোরে এনেছি, আস্তে কি চায়, কত মিনতি কল্লেম্, পায়ে ধল্লেম্, বল্লেম্ তোমা বিনে রাই প্রাণে বাঁচেনা।

হেমা। (উঠিয়া) তবে শ্যাম বাবু ভাল আছ? আজ আমার পরম ভাগ্গি! এস বস বস, এত দিনের পর মনে পোড়েছে তবু ভাল?

(সকলের উপবেশন।)

শ্যাম। মনে আবার হবেনা, সদতই মনেকচ্চি। আপনার গুণ কি ভুলতে পারি?

হেমা। আজ্‌কের বাজারে ভাই মনে রাখ্‌লেই যথেষ্ট হোলো। (প্রিয় প্রতি) প্রিয় শ্যাম বাবুকে ভাল করে বসাও, আমি পান সাজি।

প্রিয়। বটেং বেশ্ বোলেছ (রহস্যচ্ছলে) মশাই উঠে বসুন বসাটা ভাল হলোনা।

(তামাক লইয়া ফুলমণির প্রবেশ)

প্রিয়। তামাক ইচ্ছে করুন্ মশায়।

শ্যাম। আর অত খাতিরে কাজনেই—খাওনা।

প্রিয়। আরে তা হবেনা, প্রেয়সীর হুকুমেতে তোমাকে ভুশো খাতির কোরবো। (হুকা প্রদান)

প্রিয়। আরে ফুলমণি যাও কোথা ?

ফুল। আমার ভাই একটু বরাৎ আছে ? কি বল্‌চ বল।

প্রিয়। তুমি যে দেখছি ঘোড়ার উপর জিন্ দিয়ে এসেছ।

হেম। ওকে আর আর কিছু বলনা, ওর আজ নাগর আস্‌বে ?

ফুল। দুর মড়া ওকি কথা ? (প্রস্থান)

প্রিয়। সত্যি নাকি ? তা বোলে মেয়ে মানুষটা একলা থাকে দোসর তো চাই! তা এত তাড়া তাড়াই কেন ? (ধুমপান)

হেম। বাসর সজ্জা কর্ত্তে গেল! শ্যাম বাবু তুমি ভাই কেন মাঝে মাঝে এসনা, এলে আমি বড় সুখী হবো।

শ্যাম। কি জানেন্ আমি আস্‌তে পারি, তবে কি— না

প্রিয়। ওই দেখ তোমার শ্যামসুন্দর ভয় পেয়েছেন।

হেমা। তুমি কোন্ না পেতে দুদিন আস্‌তে আস্‌তেই ভয় ভাঙ্গা হবে? আর ভয়ইবা কি?

প্রিয়। হাঁ সই ঠিক্ বোলেছ' তুমি থাক্‌তে কি আর ভয় হয়?

হেমা। কি রঙ্গই শিখেছ? তা শ্যাম বাবু আমার মাতা খাও মাঝে মাঝে এসো।

প্রিয়। তুমি কি ঐখানে বোসে থাক্‌বে!

হেমা। এই যে ভাই আমার হোয়েছে—(বাটা রাখিয়া তাম্বুল প্রদান)

প্রিয়। (চিবুক ধরিয়া) আজ তোমার তিনি কোথায়?

হেমা। চূলোয়—ও কথা আর কও কেন? শ্যাম বাবু একটা গাওত ভাই।

শ্যাম। এই যে ভাই গাই। একটা রকম সই গাই।

ইমন—আড়া।

কামিনী কোমল প্রাণ, সহিবে কত যাতনা।
স্মরেরি কুসুম শরে, করে বিষম তাড়না॥
পুলকে পঞ্চম স্বরে, গাইতেছে পিকবরে,
শ্রবণে গরল ঝরে, কেমনে বাঁচে ললনা।
মলয় মারুত ভরে, বিষ বরিষণ করে,
সুধাংশু শীতল করে, বাড়িল অঙ্গ যাতনা॥

হমা। বাহবা বেশ শ্যামাবাবু বেশ, বেশ, বেড়ে গেয়েছো আর একটী গাও ভাই।

প্রিয়। (অঙ্গরাখা উন্মোচন) বড় গ্রীষ্ম হচ্চে; আজ পোনর দিন ধোরে আদবে জল হোচ্চে না।

হমা। প্রিয়নাথ তোমার কোঁচার ভিতর কি? একটা বোতল যে, দেখি।

প্রিয়। হুঁ! হাত দিওনা ও একটা জিনিস্।

হমা। আমার মাতা খাও বলনা!

প্রিয়। সেই——মনে নাই——কাল যা বোলে ছিলেম্।

হমা। কৈ দেখি দেখি।

প্রিয়। আর দেখে কাজ্‌নেই, তুমি একটা গেলাস্ আর একটু জল আন। (গ্লাশ ও জল প্রদান)

প্রিয়। (গ্লাশে ঢালিয়া) খাও দেখি?

হমা। আমি ভাই খাবনা, তোমরা খাও।

শ্যাম। উনি যদি না খানতো জেদ্‌কোরনা—(মদ্যপান)

প্রিয়। প্রেয়সী আমার মাতা খাও একটু খাও, বেস্তর নয়, এক চুমুক, খারাপ লাগে ফেলে দিও।

মা। নিতান্তই খেতে হবে? আচ্ছা দাও—(একচুমুক পান) উঃ বাপ্‌রে বাপ্‌রে একিরে? ওপ্রিয় বুক জ্বলে গ্যেলযে, রাম্ রাম্! থুঃ! থুঃ! থুঃ! এই কি তোমার, চিনির পানা, ওবাবা যাইযে (বমন করণ)

প্রিয়। ছি! ছি! সব নষ্ট কোল্লে, গেলেকৈ? এতে কি বুক জ্বলে, আমরা খেলেম্‌তো।

শ্যাম। এখন খাচ্চেন কি না? তা অল্প বুক জ্বল্‌বে বৈকি খাঁটী মধু খেলে বুক জ্বলে না। এও সেই রকম?

হেমা। আমার ভাই গাটা কেমন কোচ্চে, বমি আসচে আমি একটু শুই (প্রিয়র কোলে মস্তক রাখিয়া শয়ন)

প্রিয়। ওইতো ছেলেমান্‌ষি করো, চট্‌ কোরে একটা পান খাও দেখি, সব শুধ্‌রে যাবে, এখনি মজা টের পাবে? প্রাণখুলে যাবে আবার দাও দাও কোর্‌বে।

হেমা। আর কাজ্‌নেই ঢের হয়েছে, প্রিয়নাথ তুমি একটা গাও ভাই।

প্রিয়। আমি গাইব আচ্ছা শোন?

রাগিনী বারোঁয়া—তাল ঠুংরি।

ওমা তারিনী বাজাও বাঁশরী।
কদমতলায় দাঁড়িয়েকালী হয়ে ত্রিভঙ্গমুরারী।
বৃন্দাবনে গৌর এল, পামার সাহেব দেউলে হলো,
এমান্‌ হোসেন রণে মলো, কোরে মাখন্‌ চুরি।
ডালগাছে বাগের বাসা, হয়েছে মা মদের নেশা,
ঘুচে গেল সে সব আশা, নেশার ঝোঁকে মরি।

হেমা। প্রিয়নাথ কি গাইলি মরে যাই, তোর গুনে ঘাট নাই, আমারও ভাই মদের নেশা হয়েছে।

প্রিয়। আমি বুঝ্‌তে পেরেছি, তা এখন বুঝেছ কেমন বলো ?

হমা। তুই ঠিক বলেছিস্ ভাই, মনে বড় স্ফুর্ত্তি হোয়েছে প্রিয়নাথকে তুই যদি আমার ভাতার হতিস্।

শ্যাম। তা উনি তো এক প্রকার স্বামীই আছেন ; রাজীব বাবু আট্‌পহুরে, উনি হচ্চেন পোষাকি।

প্রিয়। মিছেকি, পতি আর উপপতি, কেবল ছুটো অক্ষরের তফাৎ বৈতো নয় ; বরং পতির চেয়ে উপপতির মান জেয়াদা।

হমা। কিন্তু ভাই উপপতি হোলো চোরা ভাতার সর্-পটতো নয়, আর উপপতি কথাটা শুন্‌তেও কেমন কেমন লাগে।

প্রিয়। শুনতে আর খারাপ্ কি ? খারাপ্ ভাবলেই খারাপ্, আর ভাল ভাব্‌লেই ভাল।

হমা। আমি কি আর মন্দ ভাবি, তবে কি জান লোকের কাছে বল্‌বার জো নাই—আমার ভাই যাতে মন্ লাগে, আমি তাকেই ভালবলি, গুই যে কথায় বলে "যার প্রতি যার মজে মন, " আমারও তাই।

প্রিয়। তা নইলে কি আর আমার উপর এত অনুগ্রহ।

হমা। বটে বটে, বোল্‌বে বটে, অনুগ্রহতো তোমারই, তুমি যে পরের ছেলে দয়া কোরে আমার কাছে এসো এই আমার যথেষ্ট। তা ভাই যথার্থ বোল্‌তে

কি, তুমি যদি আমার স্বামী হতে, তাহলে আমি ভারি সুখি হোতেম্। এই জরাজীর্ণ বুড়োর পাল্লায় পোড়ে কোনসুখই পেলেম্ না। আমার নারী জন্মটা বৃথা হোলো; আচ্ছা ভাই শ্যাম বাবু পুরুষ মানুষের ছুটো তিন্‌টে বিয়ে হয়, মেয়ে মানুষের কি ছুটো ভাতার হয় না ?

শ্যাম। (স্বগতঃ) তাহলেই প্রতুল আর কি (প্রকাশে) কেন হবেনা, দ্রৌপদী, কুন্তী, তারা, মন্দোদরী এদের সকল কারইতো আট্‌পৌরে, পোষাকি ভাতার ছিল, তবে বর্ত্তমানে আমাদের এদেশে হয় না বটে, কিন্তু ইংরেজ মুসলমানদের আক্‌সরেই হয়ে থাকে, তবে সে এরূপ নয়। তাদের যদি মাগ্ ভাতারে না বনে. তাহলে সে ভাতারকে ছেড়ে আর একটা বিয়ে করে।

হেমা। (হাস্য) আমরাতো ভাই ইংরেজদের প্রজা, রাজাদের যদি এমন, তো আমাদের না হবে কেন ? প্রিয়নাথ আমি যদি আমার স্বামীকে ত্যাগ করি তুমি কি আমায় বিয়ে কর ?

প্রিয়। এই দণ্ডে। তাহলে আমি তোমার কলিকাতায় নিয়েগিয়ে এই দণ্ডে ব্রাহ্মী করে, ব্রাহ্মমতে বিয়ে করি।

হেমা। বোল্‌তে কি ভাই আমি সেটাকে মনে মনে অনেক দিন ত্যাগ করেছি।

শ্যাম। তবে আর শুভ কর্ম্মে বিলম্ব কি, যখন দুজনকার মন হয়েছে, তখন "এতে গন্ধে পুষ্পে" হোয়ে গ্যেলেই হলো।

হেমা। (রহস্যচ্ছলে) একি মুখের কথা! বরকর্ত্তা কৈ? কন্যাকর্ত্তা কৈ?

শ্যাম। ব্রাহ্মমতে বিয়ে কর্ত্তে গেলে কিছুই দরকার নাই, তাদের সকলই নূতন ফেসানের। আর তাও যদি না হয়, আমার মতে—বরকর্ত্তা বর, কন্যাকর্ত্তা কন্যা, আর শর্ম্মাই পুরোহিত।

প্রিয়। যাক্ ও কথা যাক্, প্রেয়সী তুমি একটা গাও ভাই।

হেমা। আমি ভাই গাইতে জানিনে।

প্রিয়। তা বোল্লে চলে না, যা জানো তাই গাও।

হেমা। আচ্ছা ভাই তবে গাচ্চি, তোমার উপরোধ কি এড়াতে পারি।

গীত।

ঝিঝিট খাম্বাজ্-কাওয়ালি।

যৌবন কমল মোর মুদেছে জনমের মত।
আর কি আসিবে কান্ত অভাগীর মনোমত॥
বিকসিত তামরসে, অলি এসে উড়ে বসে,
মিছেকি আর নীরসে, মজিবে তাহার চিত।
সেভাব হইত যদি, তারে পেতেম নিরবধি,

বিচ্ছেদ ঘোরজলধি, হেরেকি ভয় হইত।
নাহিক কমলে মধু, দূরেতে গিয়েছে বঁধু,
আমারে কোরে অনাথা, হয়েছে সে অন্যেরত ॥

প্রিয়। তোমার যৌবন কমল শুকোবে কেন বালাই।

হেমা। ভাল রঙ্গ শিখেছ ; সকল কথাতেই ছল ধর।

প্রিয়। রঙ্গ কোরবো কেন প্রিয়ে ; আমার একান্ত বাসনা তুমি যেন চির যৌবনা হয়ে থাক।

হেমা। (প্রিয়র গলা ধরিয়া) মাইরি নাকি ? তা ভাই, আমি চির যৌবনা হোলে কি হবে বল ? তোমার এই ভাব চিরদিন থাকে তবেই তো।

প্রিয়। (হেমাঙ্গিনীকে আকর্ষণ করিয়া) আমার অন্তরের ভাব আর তোমায় কথায় কি বোলে জানাবো। "ফলেন পরিচিয়তে" দেখ্‌তেই পাবে। যদি বুক চিরে দেখাতে পাত্তেম তা হলে আমার অন্তরের ভাব দেখতে পেতে ? এখন তোমার অনুগ্রহ যদি চিরদিন থাকে, তা হলেই মঙ্গল।

হেমা। বোল্‌তে কি প্রিয়নাথ আমার যে একতিল ঘরে থাক্‌তে মন্ ধরে না। আমি তোমায় এক দণ্ড না দেখ্‌লে যেন চারিদিক্ আঁধার দেখি ; তোমাকে পেলে যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাই ; তুমি যদি আমার ভাতার হোতে তা হলে কত সুখই হোতো (অনুরাগের সহিত চুম্বন) তাই আমি এই হত-

ভাগার হাতে পোড়ে জ্বালাতন হয়েছি; একতিলও মনের সুখ নাই, পোড়া কপালে যেন আমার দুচক্ষের বিষ হোয়েছে; ও ঘরে এলে আমায় যেন যমে ধরে. তা আমি ভাই ঘরে থাক্‌তে চাইনে, তুমি আমায় কোথাও নে চল, কি বল পার্‌বে তো ?

প্রি। প্রেয়সী এওকি একটা কথা. আমি তোমায় এই দণ্ডে নেযেতে পারি তোমাকে আমি মাথার মণি কোরে রাখ্‌বো; তবে কি জান! সহসা এমন কর্‌বার কিছু আবশ্যক নাই; তুমি কিছু দিন্ অপেক্ষা করো না ও বুড়ো আর ক দিনের তরে; ওতো জ্বর জ্বর হয়েই আছে. দুদিন বৈ শিঙ্গে ফুক্‌বে, সমুদায় বিষয়টী তোমার হাতে আস্‌বে, তার পর তোমায় আমায় সুখে রাজ্য ভোগ্ কোরবো। তখন আর এক কথা বলবার কেউ থাক্‌বে না।

হেমা। আমি তো ভাই ঐ আশাতেই আজও ঘরে রয়েছি, নইলে এদ্দিন কোন্ কালে ভেসে পোড়তেম। তা হাড় হাবাতে তো মরে না, ওর মরণ নেই; যমে ওকে ভুলেছে। পোড়ার মুখোর এখন নবীন ছোক্‌রা হতে সাধ্ যায়, কালাপেড়ে ধুতি পরেন্ চুলে কলপ লাগান্; ঠিক্ যেন যাত্রার দলে সং সাজেন।

প্রিয়। কর্ত্তা তো ভারি রসিক।

হেম। ওর গুষ্টির মাথা।

(নেপথ্যে ফুলমণির চিৎকার) ।

ফুল। বাবা গো ; গেছি গো ; মেরে ফেল্লে গো ; খামকা মারে গো ; আর মেরোনা—বাবা তোমাদের দোহাই বল্‌চি আমি কিছু জানিনে গো——(পটাপট শব্দ) বাবারে আর মেরোনা গো, মলুম্ গো ; ছেড়ে দাও গো, দিদি বাবু গো বাড়ীতে চোর ঢুকেছে ; আমায় ঠেঙ্গিয়ে মাল্লেগো ! ওরে সর্ব্বনেশে ব্যেটারা, ওরে হতচ্ছেড়ে রা, ওরে গুখেগোর ব্যেটারা ; ঝেঁটা খেগোরা ; ওরে ও পোড়ার মুখোরা তোরা শীঘ্র যোমের বাড়ী যা আর—

দারোগা। (নেপথ্যে) চুপ্‌রেবেটী নেমক্ হারাম্ চেঁচাবি তো গুড়ো করে ফেল্‌বো। বেটীর মুখ বেঁধে এই-খানে ফেলে রেখে দাও ; কর্ত্তামশাই আসুন ;

কর্ত্তা। (নেপথ্যে) আমি আর কি কোত্তে যাবো ; তোমরা যাও।

রাম। আচ্ছা অপনারা এখন যান, আমরা এই খানেই আছি, দরকার হলেই ডাক্‌বেন।

শ্যাম। এ কিসের গোলমাল ভাই ?

প্রিয়। ফুলমনি চেঁচাচ্চে না, ব্যাপারটা কি ; কি হয়ছে

সত্যি চোর নাকি। আমি একবার বাহিরে গিয়ে দেখে আসি।

হেমা। না না যেয়োনা, যেয়োনা, ফুলমণিকে চেঁচাচ্চে, আবার কর্ত্তার গলা পাচ্চি, এর কিছু বুঝ্‌তে পাচ্চিনে।

শ্যাম। এঁ—(সভয়ে) এঁ—কর্ত্তা টের পেয়েছে নাকি, তবেই তো মুস্কিল।

হেমা। টের পাবার তো কোন কারণ দেখিনা, কর্ত্তা তো সকালে তালুকে গেছলো, এলো কখন?

শ্যাম। (সকাতরে) মজালে মজালে আমি বাবা এই বেলা পিট্টানদি, যা থাকে কুল কপালে, আমি মায়ের এক ছেলে, আজ যদি বাঁচি, ত অনেক কাল বাঁচবো—

হেমা। অমন কর্ম্ম কোরনা, এখুনি ধরা পড়্‌বে তাহলে কি বাঁচবে? মেরে গুঁড়ো কোরে ফেল্‌বে?

শ্যাম। তাইতো আঁ্যা কি হবেগো, এযে এগুলেও নির্ব্বংশের-বেটা পেছুলেও নির্ব্বংশের-বেটা। আপনি একটী উপায় করুন, নইলে খামকা ব্রহ্মহত্যাটা হবে; হায় হায় হায় বুঝি বেখোরে প্রাণটা গেল!

হেমা। স্থির হওনা, যা হয়েছে এখন তার চারাকি।

প্রিয়। (উঠিয়া টলিতে টলিতে) ওরে শালা শ্যামা তুই যে বড় প্যান প্যান কর্চ্ছিস্ তুই শালা বড়

নরাধম্। কাঁদ্‌লে কি হবে বল, যা হবার তা হবেই। প্রেয়সী সুখে থাক্ একটা যোগাড় হবেই। আর যদিই মার খাস্ তো তুইও খাবি আমিও খাবো। কিন্তু বাবা যদি পালাও তো বোতলের বাড়ী মাথায় এমনি এক ঘা দেবো যে এককালে কুপোকাত। ওরে শালা তুই এতকাল পড়্‌লি শুন্‌লি কি? তোর যে দেখ্‌ছি কিছু মরাল্ করেজ নাই।

হেমা। প্রিয়নাথ এখন ভাই ঠাট্টার সময় নয়। তুমি বোতলটা সরিয়ে ফেলো আর দেখো খুব বাঁচিয়ে চোলো—শ্যাম বাবু, তুমি ঐ এক ধারে চুপ্ কোরে পোড়ে থাক।

শ্যাম। আচ্ছা বাবা (শয়ন)

প্রিয়। তা আর একবার কোরে বোল্‌চো, আমি ধরা পোড়েছি না পোড়তে বাকী আছি, আমার গায়ে যদি কেউ হাত্ দেয়, তো এক শ্যালাকে একেবার নিকেস্ কোরে ছাড়বো।

হেমা। না না সহসা মার্‌পিট্ কোরনা, প্রথমে যা হয় আমি বোল্‌বো।

(রঘুনাথ ও কন্‌ষ্টেবলের প্রবেশ)

রঘু। কৈ? কোথায়? কোথায়?

কণ। ওই যে এক বেটা বোসে আছে, আর এক বেটা শুয়ে পড়েছে।

হেমা। (সম্মুখীন হইয়া) কে তোরা, কি মনে কোরে?

রঘু। (গম্ভীর ভাবে) পুলিসের লোক দরকার আচে?

হেমা। (সকোপে) অ্যাঁ ভদ্দর লোকের অন্দর মহলে কি দরকার? কি দরকার তার নাম্‌নেই?

কণ। চোর গ্রেরেপ্তার কোর্ত্তে।

হেমা। কি বল্লি চোর? চোর কি গৃহস্তের বৌ ঝির কাছে থাকে? হাঁরে বেটা একি ন্যাকা বোঝাচ্চিস্। তো-বেটারা চোর; সাজগোজ করে বুঝি চুরি কর্ত্তে এসেছিস্। ভাল চাস্‌তো বেরো; পুলিস ও মান্‌বোনা, দারোগা ও মান্‌বোনা। একেবারে—

রঘু। তুমি চুপ্‌করে থাকো গোল্ কোরোনা।

হেমা। চুপ্ কোর বো কিরে ব্যাটা; বেরো! বেরো বল্‌চি বেরো! নইলে সদ্দারকে ডেকে এক এক টার মাতা দোফাক করে ছাড়্‌বো।

রঘু। তোমার সদ্দার খিড়্‌কিতে পোড়ে জল্ ২ কচ্চে?

হেমা। ওরে ব্যাটারা ডাকাত্ তোরা দাঙ্গা কর্ত্তে এসেছিস্।

রঘু। আমরা দাঙ্গা কর্ত্তেও আসিনি আর ডাকাতি কোর্ত্তেও আসিনী, সিদ্দেশ্বর ওই ব্যাটাকে ধর তো!

কণ। (প্রিয় কে) তুই কেরে শালা?

প্রিয়। আদ্‌মি, হ্যায় খোদাবন্দ হুজুর আপ্‌নিকে? জান্‌তে ইচ্ছাকরি, ভাল চাও তো গায়ে হাত দিও না নতুবা এক মুষ্টা ঘাতে কায্‌ শেষ।

কণ। চুপরাও শালা (প্রিয়কে আক্রমণ)

প্রিয়। এস বাবা তোমায় আমায় এক হাত মল্ল যুদ্ধ করি (কনষ্টেবলের গণ্ডদংশন ও চাপরাস্‌ ছিন্নভিন্ন করিয়া ভূমে নিক্ষেপ)।

কণ। আরে বাবারে বাবারে শালা কি বদমায়েস্‌ (চাপরাস উত্তোলন)।

প্রিয়। কি বাবা রাংতা কুড়োচ্চো? দেখো খুব হঁসিয়ার হোয়ে কাজ্‌ কোরো উঠ্‌লে আর রক্ষে থাক্‌বেনা।

(কন্‌ষ্টেবলের অধোমুখে অবস্থিতি)

রঘু। কে তুই (শ্যামাপদের কেশ ধরিয়া)।

শ্যাম। বাবা গিছি, বাবা গিছি —(ক্রন্দন)

হেমা। ওরে ব্যাটা ছাড বল্‌ছি, নইলে এই ঘটির বাড়ী মেরে আজ রক্তে নদী কোর্‌বো। তোর মাথা ভাংবো শেষ আপনার মাথায় বসিয়ে দেবো।

প্রিয়। কিছু বোলোনা, দেখনা কি করে, শেষ "প্রহারেণ ধনঞ্জয়।"

রঘু। (কেশ ছাড়িয়া স্বগতঃ) কি ভয়ানক মেচয়

মানুষ (প্রকাশে) ওগো বাছা তুমি অমন.কোচ্চ ক্যেন ? তোমায় তো কিছু বলিনি ?

হেমা। আমায় বল্‌বি কিরে ব্যোটা, পাজী বজ্জাৎ তোর এতবড় যোগ্যতা ; তোর ঘাড়ে কটা মাথা ? তোর কথা কইতে একটু লজ্জা হয় না, তোর মনে একটু ভয় নেই ? বেটা তুই জমীদারের অন্দরে ঢুকে চিস্‌, জানিস্‌নে, তোর মাথা নেব ? পুলিসের লোক হয়ে বেয়াইনি কাজ ?

রঘু। আমরা বেআইনি কাজও করিনি ? বেহুকুমেও আসিনি·কর্ত্তার হুকুমে এসেছি ?

হেমা। কর্ত্তা কেরে বেটা, ডাক্‌না তোর কোন বাবা হুকুম দিয়েছে !

(রাজীব ও রামকান্তর প্রবেশ)

রঘু। এই তিনি আস্‌ছেন।

রাজি। (স্বগতঃ) প্রেয়সীর খুব্‌ সাহস্‌ টা আছে ; আমার যদি অমন সাহস্‌ থাক্‌তো তাহলে এক চড়েই দুব্যোটাকে নিকেশ্‌ কোত্তেম্‌।

হেমা। (দেখিয়া) ইনি কর্ত্তা ; আরে কর্ত্তারে ? হাঁরে ও আটখুড়ির বেটা ও কালামুখো ও মুখ্‌পোড়া, তোর কি একটু লজ্জা নাই। তুই কি না অন্দরের ভিতর পুলিসের লোক ঢোকাস্‌ ? তোর কি মতি-চ্ছন্ন ধরেছে, তুই না তালুকে গেছিলি ? সব

বজ্জাতি—পেটেং নষ্টাম বুদ্ধি। তুই না মিছে কথা কোস্‌নে, ও আমার ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির।

রাজি। এঁ—এঁ—এঁ—কি জান প্রিয়ে আমি গিয়েছি-লেম্। তা আমি আজই চলে এসেছি, তুমি কিছু মোনে করোনা।

হেমা। হ্যারে লক্ষীছাড়া ফের মিছে কথা! তুই যদি গেছ্‌লি তো এরা কোথা থেকে এলো? আমি কি কচি থুকি নাকি? যে কিছু বুঝ্‌তে পারিনে।

রাজী। না, না, তা ক্যেন? বলি কি, বলি কি জান, বলি কি জান্‌লে, কি না—এঁ—এঁ—এঁরা আর অপর কেউ নয় আমারই বন্ধু মানুষ্‌।

হেমা। তোর বন্ধু মানুষ তা এখানে কেন? বন্ধুমানু-ষ্‌কে বুঝি আর কোথাও বসাবার জায়গা পেলে না। তাই বুঝি অন্দরের ভেতর দাঙ্গা কর্ত্তে পাঠি-য়েছে! না মাগ্‌কে বেআব্‌রু করতে ইচ্ছে? ও কালামুখো, একি বোকা বোঝাচ্ছিস্‌ না, তোর মতিচ্ছন্ন ধোরেছে।

রাজী। প্রেয়সী বলি—তা—তা—বলি কিছু মনে করো না? তো— তো—মাকে যে এক কথা জোরকোরে বলে এমন যোগ্যতা কোন মিঞারি নাই। বন্ধু তো বন্ধু আমার বাবার বন্ধু এলেও তোমাকে কিছু বোল্‌তে পারবে না। তবে কি জান, শুন্‌লেম্‌

অন্দরে নাকি চোর ঢুকেছে, তাই-এঁরা নাকি পুলিষের লোক তাই প্যাঠিয়ে দিলেম। আর দেখ্‌তে ত্যো পাচ্চি, সে কথা বড় মিছে নয়।

মা। ওরে মুখ্‌ পোড়া তুই কার মুখে শুন্‌লি, আর তোর কোন চোকে দেখ্‌লি? এরা বুঝি চোর? চোর বুঝি এম্‌নি কোরে বসে থাকে, চোক্‌ খেগো, চোকের মাথা একেবারে খেয়েছ?

ী। কি জান প্রেয়সী চোকের মাতা আমি অনেক কাল খেয়েছি। তা বলি কি এঁরা কে? তাই বোল্যে তো সব চুকে যায়।

ম।। বোল্‌বো আর কি? বলবার কি পথ রেখেছিস্‌। চোক্‌ থাকে তো ঠাউরে দেখ্‌? আ! আঁঠকুড়ো তোর এই কাজ? তুই আমার শতেক খোয়ার কল্লি, আবার পোড়ার মুখনেড়ে কথা কচ্চিস্‌? বেহায়া!!! খবদ্দার তুই আমার সঙ্গে আলাপ করিস্‌নে তুই থাক্‌ এরশোধ নোবই নোব। দেখ্‌ তোর কি হাল করি, তোকে জন্মের মত ভাস্‌য়ে যাবো?

জী। প্রিয়ে আমার কি——

মা। তুই আমার সাম্‌নে থেকে যা।

ম। (জনান্তিকে) গাঙ্গুলি তুমি চুপ কোরে থাক?

মু। ওগো বাছা তুমিতো বড় বেআড়া মেয়ে মানুষ

তুমি স্বামীকে অমন কটূক্তি কচ্চো, তোমার মুখে একটু আটক নাই। তোমার মুখ সাম্‌লে কথা কওয়া উচিত।

হেমা। আমি যা হইনে ক্যান? তোর বাবার কি, আমার স্বামীকে আমি যা খুসি তাই কোর্‌বো। তোর তাতে মাথা ব্যথা কি?

রাজী। দারগা বাবা তুমি ওঁকে কিছু বোলোনা, উনি বড় অভিমানিনী, আমায় যা বোল্যেন বোল্যেন, তার জন্যে কিছু দুঃখনেই; তুমি ওঁকে কিছু নাবোলে আপনার যা কাজ তাই করো। আর পারতে বরং মিষ্টি কোরে বোঝাও পড়াও।

রঘু। (স্বগতঃ) এতো মেয়েমানুষ নয়, এযে পুরুষের চোদ্দপুরুষ, কেবল স্বামীর আদরেই নষ্ট হয়েছে। (প্রকাশে) ওগো বাছা আমার ঘাট হোয়েছে মাপ করো। এসংসারে মেয়েমানুষের কর্ত্তৃত্ব জান্‌লে আমি ঢুকতেম্ না; তা বলি কি আমার একটা কথা রাখ্‌বেন্ কি?

হেমা। এখন পথে এসো যাদু কি বোল্‌বে বল?

রঘু। দেখুন আপ্‌নি হচ্চেন বড়মানুষের বউ; সম্পূর্ণ সুখে আছেন; স্বামীর সোহাগে রোয়েছেন। উনি আপ্‌নাকে যথেষ্ট ভাল বাসেন, ওঁকে গুরুর তুল্য জ্ঞান, আর প্রাণের সহিত ভালবাসা উচিত।

হেমা। ওহে বাপু তুমি কি আমায় ভক্তি, আর প্রেমের শিক্ষে দিতে এসেছ, একি জোরের কায্? এতে মনের ফূর্ত্তি চাই।

রমু। মনের ফূর্ত্তি না হবার কারণ? উনিতো আপ্‌নার প্রতি কখন কুব্যবহার করেন না, উনি যত দুর ভালবাসেন, তা ওঁর ব্যবহারেই জানা যাচ্চে আর বিবেচনা করুন সতী স্ত্রীর কর্ত্তব্য কি? স্বামী যেমন হোক্‌না কেন, স্ত্রীলোক মাত্রেরই তাঁর ইচ্ছাধীন হওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু আপনার সকলই বিপরীত। আপনি কিনা স্বামীকে বঞ্চনা কোরে, তাঁর অসাক্ষেতে পরপুরুষের সঙ্গে আমোদ আহ্লাদ কোচ্চেন? এটা কি উচিৎ? লোকে শুন্‌লে বলবে কি।

হেমা। বাহবা এই যে পাদরি সাহেবের মত উপদেশ দিচ্চো! ঢের হয়েছে আর কেন? আমায় আবার সতীত্ব শেখাচ্চেন, আমরি মরি কি কথাই বোল্যেন, পর পুরুষের সঙ্গে আলাপ কর্চ্চি, পর পুরুষ কেহে? তুমি যে দেখ্‌চি বড় লম্বা লম্বা কথা বোল্‌চো।

রমু। অপরিচিত পর পুরুষকে? তা সকলেই দেখ্‌তে পাচ্চে। ভাল এঁরা দুজন কে?

হেমা। যেহোক্‌ না কেন? তোমায় তার লেখা দেব কি?

কেন কর্ত্তাকে জিজ্ঞাসা কর না, উনি কি চেনেন্ না।
বেশ্ কোরে ঠাউরে দেখ্‌তে বল ?

রঘু। উনি চিন্‌লে কি আর এতদুর হয় ? আপনার উচিত আমার কথায় প্রত্যুত্তর দেওয়া। আচ্ছা আমি একবার জিগ্যেস্ করি উনি যদি না চেনেন্ আর আপনি যদি সম্যক উত্তর দিতে না পারেন, কাজেই আমাকে শক্তাশক্তি কোর্ত্তে হবে। (কর্ত্তারপ্রতি) মহাশয় আপনি ইহাদের দুজনকে অথবা একজনকেও চেনেন্ দেখুন দেখি।

রাণী। (চতুর্দ্দিক নীরিক্ষণ করিয়া কম্পন) বাবা আমায় আর জড়াও কেন। আমিত পূর্ব্বেই বোলেছি যে—

হেমা। বড় যে চুপ্ করে রৈলে, ও কর্ত্তা, বলি. কি বল্‌বে বলনা : চেন কি না চেন, ঠাউরে বল : ঠিক যদি নাবল তো দেখ্‌তেপাবে ?

রাণী। বাবা রঘুনাথ তুমি এশালাদের গ্রেপ্তার করো. আমি কোন [illegible] ব্যাটাদের দেখিনি, আমি ওদের চিনিনে ?

হেমা। অ [illegible] ম্যা তুমি এদের চেননা, ও কালামুখো ও [illegible] ও নিবংশের ব্যাটা, তুমি এদের কখন দেখনি, তোমার চোকে আগুন লাগুক, কাকে কি [illegible] [illegible] নাই।

দার। (সক্রোধে) এত গালাগালির প্রয়োজন কি ?

উনি তোমাকে সাফ্ জবাব দিয়েছেন্ চেনেন্ না, আমি আর শুন্‌তে চাই না। আমি এদের আইন মতে গ্রেরেপ্তার কোর্‌বো, তবে এখনো বল্‌চি যদি তুমি, এদের, কোনরকমে চিনিয়ে দিতে পার অথবা সকল কথা স্পষ্ট স্বীকার কর তাহলে বরং অব্যাহতি পেতে পার।

হেমা। গ্রেপ্তার কর্‌বে করনা, শেষ পস্তাবে কর্ত্তাও টের পাবে।

দার। আমিত সেই নিমিত্তই পূর্ব্বে সাবধান কচ্চি? এখন বল এঁরা কে-(শ্যামার প্রতি) ও তোমার কে?

হেমা। কেন? উনি আমার গুরু পুত্র।

দার। (প্রিয়র প্রতি) এ কে?

হেমা। উনি আমার ভিক্ষা পুত্র।

রাজী। (কাঁপিতে কাঁপিতে অগ্রসর হইয়া করপুটে ক্রন্দন স্বরে) প্রেয়সী তোর মনে কি এই ছিল? আমি কি দোষ করেছি—রে——আমি কিঁ তো—মা—র— তেজ্য—পু——*(পদতলে পড়িয়া মুচ্ছা)

রাম। কিহলো কিহলো; রাজীব বাবু—ছি-ছি-ছি তুমি এমন কাপুরুষ।

দার। (অগ্রসর হইয়া) স্ত্রৈন পুরুষের এই রূপ দুর্দ্দশাই ঘটে। (একপার্শ্ব দিয়া শ্যামাপদর প্রস্থান) পাক্‌ড়াও শ্যালাকে পাক্‌ড়াও পাক্‌ড়াও।

(রাজীব ও রামকান্ত ব্যতীত সকলের প্রস্থান)

রাজী। (সকাতরে) রামকান্ত ! কি হোলো ভাই ? আমি গেলেম যে, হায় ! হায় ! হায় ! হায় ! সর্ব্বনাশী আমার এই খোয়ার কল্লে।

রাম। হবে আর কি ? "বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা" হোলে এরূপ হোয়েই থাকে। তুমি তো আমার কথা শুন্‌লে না।

রাজী। না শুনে আমার এই দুর্দ্দশা হোলো, সভ্য মহাশয়েরা তো দেখ্‌তে পাচ্যেন ; আমি এতদিনে জান্‌লেম্‌ যে——

সমানে সমান বিনা প্রকৃত প্রণয়।
ধরাধামে কদাচন দৃষ্ট নাহি হয় ॥
ধনীসনে ধনীজনে সদালাপে রয়।
নির্দ্ধনের সনে কভু প্রেম নাহি হয় ॥
সাধুচায় সাধুসঙ্গ গুণী গুণী জনে।
তস্করে তস্করে সখ্য বিবিধ বিধানে ॥
তরুণী তরুণ সনে মনোল্লাসে রয়।
বৃদ্ধসনে রসরঙ্গে মত্ত নাহি হয়।
সমতার বিপরীত যথা দৃষ্টি হয়।
প্রকৃত প্রণয় নাহি জানিবে নিশ্চয় ॥

যবনিকা পতন।